NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অতুল প্রসাদ সেন: এক অনন্য সঙ্গীত প্রতিভা

গঙ্গাগর্ভে বেশ কিছু বাড়ি-দোকান, আতঙ্ক ৫

কলকাতা ২০ নভেম্বর ২০২৪ ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.11.2024, Vol.18, Issue No. 159 8 Pages, Price 3.00

‘বাংলায় বুলডোজার চলবে না’

মন্দারমণির সৈকতে হোটেল ভাঙার নির্দেশে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরপ্রদেশের মতো বুলডোজার চলবে না বাংলায়। পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণিতে সৈকতে ‘বেআইনি’ হোটেল ভাঙার জন্য জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় চলবে না বুলডোজার। আপাতত হোটেল ভাঙার নির্দেশ স্থগিত করল রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়। জেলা স্তর থেকে কিভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কেন এই বিষয়টি সরকারের গোচরে আনা হয়নি তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে অবিলম্বে জেলা প্রশাসনকে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের নির্দেশও দিয়েছেন বলে তাঁর দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১১ নভেম্বর সিআরজেড (কোস্টাল রেগুলেটেড জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি)-র জেলা কমিটির তরফে মন্দারমণি এবং সংলগ্ন আরও চারটি মৌজায় ১৪৪টি হোটেল, লজ, রিসর্ট এবং হোম স্টে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০ নভেম্বরে মধ্যে ওই সব বেআইনি নির্মাণ ভেঙে জায়গা পরিষ্কার করতে হবে, নির্দেশ দেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০২২ সালে এই বেআইনি হোটেলগুলি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। কারণ, হোটেল, রিসর্টগুলি ‘উপকূল নিয়ন্ত্রণ বিধি’ না মেনেই গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে শুধু দাদনপাত্রবাড়েই রয়েছে ৫০টি হোটেল, সংলগ্ন সোনামুইয়ে ৩৬টি, সিলামপুরে ২৭টি, মন্দারমণিতে ৩০টি হোটেল এবং দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর মৌজায় একটি লজ রয়েছে। এ সবই ভাঙা পড়ার কথা।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের (ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল) নির্দেশ মেনে আগামী ২০ নভেম্বরের মধ্যে মন্দারমণির মোট ১৪৪টি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নোটিস জারি করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। তাতেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। মন্দারমণি এবং সংলগ্ন এলাকার সৈকতে যে হোটেলগুলি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন, তা কার্যত নবান্নকে অন্ধকারে রেখেই করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আর এতেই স্তম্ভিত মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা, কোনও রকম বুলডোজার চলবে না বাংলায়।

নবান্নের একটি সূত্র জানাচ্ছে, মুখ্যসচিবের সঙ্গে কোনও আলোচনা বা পরামর্শ ছাড়াই এই নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। আর সেই কারণেই ক্ষুব্ধ তিনি। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ-সহ বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গিয়েছে নির্মাণ ভাঙতে বুলডোজারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি কড়া ভাষায় এই বুলডোজার সংস্কৃতির নিন্দা করেছে। অতীতে মমতাও বিভিন্ন সময় যোগী আদিত্যনাথ, শিবরাজ সিং চৌহানদের বুলডোজার সংস্কৃতির সমালোচনা করেছেন। মঙ্গলবার মন্দারমণির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই মুখ্যমন্ত্রী তাতে হস্তক্ষেপ করেন। জানান কোনওভাবেই বুলডোজারের সংস্কৃতি বাংলায় কার্যকর হতে দেবেন না তিনি।

কিন্তু গোটা বিষয়টি যে হেতু আদালতের নির্দেশে হচ্ছে, সেখানে এর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। নবান্নের ওই সূত্রের দাবি, জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই কাজ করার আগে কেন নবান্নকে জানানো হল না। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বিশেষ জনগোষ্ঠীর অভিযুক্তদের বাড়ি নির্বিচারে ভাঙা আর জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে ‘উপকূল নিয়ন্ত্রণ বিধি’ (কোস্টাল রেগুলেশন অ্যাক্ট) মেনে পদক্ষেপ যে এক বিষয় নয়, মুখ্যমন্ত্রী সে সম্পর্কে সচেতন।

ভারতে আসছেন পুতিন, নিশ্চিত করেছে ক্রেমলিন

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: প্রথমে জুলাই মাসে, পরে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে অক্টোবরে রাশিয়া গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ বার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আসছেন ভারত সফরে। তবে এখনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। তবে পুতিনের সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রেমলিন। রাশিয়ার প্রশাসনিক সদর দপ্তর ক্রেমলিনের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই পুতিনের ভারতের সফরসূচি ঘোষণা করা হবে। তা নিয়ে আলোচনা চলছে। ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন পুতিন। দু’দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে এই সফরে। মোদি-পুতিনের সম্পর্ক অজানা নয়। চলতি বছরেই দু’বার রাশিয়া গিয়েছিলেন মোদি। গত জুলাইয়ে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে মস্কো গিয়েছিলেন তিনি। তার পর অক্টোবরে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতেও রাশিয়া যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সম্মেলনের ফাঁকেই পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক পার্শ্বৈঠকও সারেন মোদি। সেখানে একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয় দুই বিশ্বনেতার। তবে দু’বারই আলোচনায় উঠে এসেছে ইউক্রেন প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই আমেরিকা-সহ নেটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি রাশিয়াকে কূটনৈতিক দুনিয়ায় একঘরে করার চেষ্টা করেছে। মস্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলে তাদের উপর একাধিক অর্থনৈতিক অবরোধও জারি করেছে আমেরিকা। যদিও আমেরিকার বারণ সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে নয়াদিল্লি। একই সঙ্গে, গত কয়েক মাসে একাধিক বার পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে মোদি যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন। আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক রাখলেও পুরনো মিত্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে যায়, এমন কোনও সিদ্ধান্তে সায় দেয়নি ভারত। এ বার ভারতে আসছেন পুতিন।

দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম বৃষ্টি চেয়ে মোদিকে চিঠি

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: ঘন ধোঁয়াশায় ঢেকে রয়েছে দিল্লি। কড়া পদক্ষেপ করেও দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে কৃত্রিম বৃষ্টিই একমাত্র দেশের রাজধানীকে দূষণ থেকে রক্ষা করতে পারে বলে দাবি করলেন দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ দাবি করে মঙ্গলবার চিঠি দিলেন তিনি। তাঁর আরও দাবি, এর আগে দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর জন্য অনুমতি চেয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। তাতে সাড়া মেলেনি। তাই এ বার প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছেন বলে জানিয়েছেন গোপাল।

দিল্লিতে বাতাসের গুণমান সূচক ‘অতি ভয়ঙ্কর’ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এই নিয়ে কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকার একে অপরের দিকে আঙুল তুলেছে বার বার। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে গোপাল বলেন, ‘উত্তর ভারতের আকাশ ঢেকে রেখেছে ধোঁয়াশার একাধিক স্তর। এই ধোঁয়াশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল কৃত্রিম বৃষ্টি। দিল্লিতে এখন মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি তৈরি হয়েছে।’ এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ জরুরি বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদির হস্তক্ষেপ করা উচিত। দূষণ নিয়ে পদক্ষেপ করা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। সর্বোপরি, দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রেরই পদক্ষেপ করা উচিত।’

এখানেই থামেননি তিনি। তাঁর দাবি, দিল্লিকে দূষণমুক্ত করতে এখনই কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর অনুমতি দেওয়া উচিত কেন্দ্রের। মন্ত্রীর দাবি, সেই অনুমতি চেয়ে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বৈঠক করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে বেশ কয়েক বার চিঠি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। গোপাল জানিয়েছেন, তিনি ভূপেন্দ্রকে প্রথম চিঠি দিয়েছিলেন ৩০ অগস্ট। এর পরে ১০ এবং ২৩ অক্টোবরও কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে জবাব আসেনি। এ বার তাই প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছেন তিনি।

দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে দিল্লিতে, তা-ও জানিয়েছেন গোপাল। দূষণ রুখতে চতুর্থ স্তরের পদক্ষেপ (গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান বা গ্র্যাপ-৪) চালু করা হয়েছে দিল্লিতে। তার পরেও নিয়ন্ত্রণে আসেনি দূষণের মাত্রা। তাই এখন দিল্লির ধোঁয়াশা কমানোর জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। সেই পরামর্শ মেনে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন কৃত্রিম বৃষ্টি নামানো নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। গত বছর কানপুর আইআইটি পরীক্ষামূলক ভাবে মেঘের বীজ বুনে কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটিয়েছে। প্রয়োজনে দিল্লিতে তা করা যেতে পারে বলে দাবি পরিবেশমন্ত্রী গোপালের।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে বাতাসের গুণমান সূচক (একিউআই) ৪৯৪ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, যা এই মরশুমে সর্বোচ্চ। সাধারণত বাতাসের গুণমানের সূচক ৪৫০ অতিক্রম করলেই তা ‘অতি ভয়ানক’ বলে বিবেচিত হয়। আনন্দ বিহার, অশোক বিহার, ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়াম, জাহাঙ্গিরপুরী-সহ বেশির ভাগ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বাতাসের গুণমানের সূচক ৫০০ অতিক্রম করে গিয়েছে। রাজধানী ও সংলগ্ন অঞ্চলে বাতাসের গুণমান পর্যবেক্ষণের জন্য মোট ৩৫টি কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে বাতাসের গুণমান সূচক সবচেয়ে কম ছিল দ্বারকায় (৪৮০)। কিন্তু সেটিও ‘অতি ভয়ানক’ পর্যায়ের উপরেই রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী।

সব রাজ্যকেই চিঠি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: রাজধানী দিল্লির দূষণ চিন্তা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু উদ্বেগের আওতায় রয়েছে সারা দেশের পরিবেশ। সদ্যসমাপ্ত উৎসবের মরশুমে গোটা দেশ জুড়ে বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য তথা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের চিঠি দিয়েছে। ওই চিঠিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও উন্নত করতে বলা হয়েছে। দূষণজনিত সমস্ত রোগের মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে সব ব্যবস্থা রাখতে বলেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, এই মর্মে চিঠি এসে পৌঁছেছে নবান্নেও। সোমবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে চিঠিটি পাঠিয়েছেন সচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘গত কয়েক বছরে দেশের বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা বেড়ে গিয়েছে। বায়ুদূষণের প্রভাবে শুধুমাত্র তীব্র অসুস্থতাই নয়, শ্বাসযন্ত্র প্রভাবিত হয়ে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি, কার্ডিয়োভাস্কুলার এবং সেরিব্রোয়ার ভাস্কুলার সিস্টেমেও বড়সড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। এমন সব রোগের মোকাবিলা করতে এখন থেকেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরগুলি উদ্যোগী নিক।’

স্বামীহারা মুনমুন, সমব্যথী মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সকালে প্রয়াত হন অভিনেত্রী মুনমুন সেনের স্বামী ভরত দেববর্মা। জানা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না মুনমুন। ছিলেন দিল্লিতে। বড় মেয়ে রাইমাও ছবির শুটিংয়ের কাজে জয়পুরে ছিলেন। খবর পেয়ে দু’জনেই দ্রুত কলকাতায় ফেরেন। কলকাতায় ছিলেন ছোট মেয়ে রিয়া ও আত্মীয়স্বজন। খবর পেয়েই মুনমুন সেনের বাড়ি পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক মুখ্যমন্ত্রীর। সংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুনমুনের সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল ভরতেরও। অত্যন্ত ভাল, অমায়িক মানুষ হিসাবে তাঁকে বর্ণনা করে মমতা। তাঁর কথায়, ‘ভরতদা আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। এটা খুব বড় ক্ষতি। আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হচ্ছে নিজের আত্মীয়কে হারালাম। আসলে মুনমুন নিজেও তো জানতে পারেনি। হঠাৎই ঘটে গেল ঘটনাটা।’

বিস্তারিত শহরের পাতায়

তিন বাহিনীর মহড়া

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: পোশাকি নাম ‘অপারেশন পূর্বী প্রহার’। আদতে অরুণাচলের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখার (স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনা) যৌথ যুদ্ধ মহড়া। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভাবে গত আট দিন ধরে চলা যুদ্ধাভ্যাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে সেনা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তুতি। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, পূর্ব লাদাখে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চিনের সঙ্গে আলোচনার ইতিবাচক পরিণতির পরে এ বার সিকিম এবং অরুণাচলে ‘নজর’ দিতে চাইছে নয়াদিল্লি। তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে এই ‘পূর্বী প্রহার’ বা ‘ইস্টার্ন স্ট্রাইক’ মহড়া।

এনকাউন্টারে খতম এক মাও নেতা

বেঙ্গালুরু, ১৯ নভেম্বর: গত ২০ বছর ধরে পুলিশের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ লিস্টে ছিলেন। দিনের পর দিন তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালিয়েও খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল তদন্তকারীদের। অবশেষে মিলল সাফল্য। পুলিশের হিট লিস্টে থাকা শীর্ষ মাওবাদী নেতা ‘কমরেড’ বিক্রম গৌড়াকে খতম করল কর্নাটক পুলিশ। সোমবার কর্নাটকের উদুপিতে কাবিনেল জঙ্গলে মাও বিরোধী অভিযান চলাকালীন পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

মণিপুরের পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টা সময়

বিরেনের বৈঠকে গরহাজির ১১ বিধায়ক

নয়াদিল্লি ও ইম্ফল, ১৯ নভেম্বর: ক্রমেই আরও উত্তপ্ত পরিস্থিতির তৈরি হচ্ছে মণিপুরে। ‘অল আউট অ্যাকশন’ মোডে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে এনডিএ বিধায়কদের বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী বিরেন সিং। সেই বৈঠকে কোনও কারণ না দেখিয়েই গরহাজির এনপিপির ১১ বিধায়ক। জানা যাচ্ছে, মণিপুরের বিজেপি সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি। ফলে সব মিলিয়ে বেকায়দায় বিরেন সিং। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে ২৪ ঘণ্টা আল্টিমেটাম দিল মেতেই নাগরিক সমাজ। মেতেই নাগরিক সমাজের সম্মিলিত এক সংগঠনের তরফে দাবি তোলা হয়েছে, কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে বিরেন সরকারকে। পাশাপাশি এনডিএ বিধায়কদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিও খারিজ করে দিয়েছে সংগঠনগুলি। তারা চায়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পরিস্থিতি সামাল দিক সরকার।

উল্লেখ্য, গত ৭ নভেম্বর থেকে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মণিপুর। বিশেষ করে এখানকার জিরিবাম জেলা। এখনও পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এখানে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গত ১৪ নভেম্বর নতুন করে লাগু হয়েছে আফস্পা। বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। এখানে ২০ কোম্পানি আধাসেনা আগেই মোতায়েন করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবার আরও ৫০ কোম্পানি আধাসেনা অর্থাৎ ৫ হাজার সিআরপিএফ মোতায়েন করা হল এই রাজ্যে। সব মিলিয়ে বর্তমানে মণিপুরে আধাসেনার দাঁড়িয়েছে পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের তরফে আধাসেনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অল আউট অভিযানে নামার। যে সব বিদ্রোহীরা এখানে সক্রিয় তাঁদের প্রত্যেককে আটক করার এমনকি প্রয়োজনে নিকেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সশস্ত্র বিদ্রোহীদের কাছে কী কী অস্ত্র রয়েছে, তাদের ঠিকানা কোথায় সে সব তথ্য জানতে গোয়েন্দা বিভাগের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এদিকে এই পরিস্থিতিতে মণিপুর সংলগ্ন সীমানা বন্ধ রেখেছে অসম।

গত সপ্তাহে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয় মণিপুরে। জিরিবাম জেলায় হামলা চালায় কুকি জঙ্গিরা। সেই ঘটনায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে ১০ জঙ্গির মৃত্যু হলেও ৬ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে কুকিরা। গত শনিবার তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার পর থেকে নতুন করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে মণিপুর।

আজ মহারাষ্ট্র-ঝাড়খণ্ডে ভোট

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: লোকসভা ভোটের ছ’মাস পরে আজ এক দফায় ভোটগ্রহণ মহারাষ্ট্র এবং শেষ দফায় ঝাড়খণ্ডে। দু’রাজ্যেই ভোটগণনা আগামী ২৩ নভেম্বর। আজ এক দফায় মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে। মূল লড়াই বিজেপি-শিবসেনা (একনাথ শিন্ডে)-এনসিপি (অজিত)-এর জোট ‘মহাজুটি’ এবং কংগ্রেস-শিবসেনা (ইউবিটি)-এনসিপি (শরদ)-এর ‘মহাবিকাশ অঘাড়ি’র মধ্যে। এ ছাড়া ভোটের ময়দানে রয়েছে রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমনস), বাবাসাহের আম্বেদকরের পুত্র তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রকাশ আম্বেদকরের ‘বঞ্চিত বহুজন অঘাড়ি’ (ভিবিএ), হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসির ‘অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন’ (মিম)-সহ বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল।

কসবায় রয়েছে এক টুকরো বাংলাদেশ গুলশন কলোনি

অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল, অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বুকেই রয়েছে এক টুকরো ‘মিনি বাংলাদেশ’। আশ্রয় নিচ্ছে একের পর এক অনুপ্রবেশকারী। উপযুক্ত নথি ছাড়াই ঠাঁই নিচ্ছে পূর্ব কলকাতার কসবার গুলশন কলোনিতে। শুধু বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নয়, ঘাঁটি বানাচ্ছে রোহিঙ্গারাও। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ বঙ্গ বিজেপির। এনিয়ে আদালতেও যাচ্ছে তারা। এই এলাকা নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পন্ডা। তাঁর কথায়, ‘গুলশন কলোনিতে পায়রার খোপের মতো ছোট ছোট যে ঘর তৈরি হচ্ছে, কার ঘর কেউ জানে না। মালিকের কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। যার দখলে রয়েছে সে ভাড়া দিচ্ছে। জমি লুট করে কোটি কোটি টাকা রোজগার হচ্ছে।’ বিজেপি নেতার আরও দাবি, ‘বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীরা এসে এখানে থাকছে। ওখানে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীদের একটা হাব তৈরি হয়েছে। এখুনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে এটা ভয়ঙ্কর দিকে চলে যাবে।’ এলাকার একের পর এক ঝিল সব বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি। এর পরই শঙ্কুদেব পন্ডার হুঁশিয়ারি, ‘আমাদের কাছে সমস্ত নথি রয়েছে। আমরা আদালতে যাব।’ গুগল ম্যাপ দেখলে দেখা যাবে, এখন যেখানে গুলশন কলোনি গড়ে উঠছে সেখানে ছিল বিশাল ভেড়ি। এখন সেই ভেড়ি বুজিয়ে ছোট ছোট ঘর তৈরি হয়েছে। কিন্তু কে এই ঘরের মালিক, তা অজানা। লাগাতার অভিযোগের জেরে সোমবারই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বিএলআরও।

কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কুখ্যাত এই গুলশন কলোনি। যেখানে খুনখারাপি, বোমাবাজি লেগেই থাকে। এবার তো এলাকার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টা করা হয় নিজের ওয়ার্ডেই। অভিযোগ, এই এলাকায় জমি মাফিয়াদের দাপট। পুকুর বুজিয়ে একের পর এক বেআইনি ইমারত তৈরি হচ্ছে। বানানো হচ্ছে ঘুপচি ঘর থেকে গোডাউন। স্থানীয়ের দাবি, এই কুকর্মের নেপথ্য রয়েছে গুলশান কলোনির অন্যতম কুখ্যাত জমি কারবারি জুলকার। ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর হয়ে আসার পর সুশান্ত ঘোষ এবং এই গুলশান কলোনিতে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত হায়দার আলি ওই ভরাট রুখে দেয়। এর পর থেকে বিবাদ চরমে ওঠে জুলকারের সঙ্গে সুশান্ত ঘোষের। তার পরই এই হামলা। যা নিয়ে সুশান্ত ঘোষই দাবি করেছেন, জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করার পরই তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আফরোজ বা গুলজার তখন জুলকারের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাকে এই শুটআউটের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবার তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ জুলকার নাইন আলি পালটা সুশান্ত ঘনিষ্ঠ হায়দারের বিরুদ্ধে জমি ভরাটের অভিযোগ এনেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৮/২৪ শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১০৩০ নং এফিডেভিট বলে Mrityunjoy Mukherjee S/o. Haridulal Mukherjee ও Mrityunjay Mukherjee S/o. H. D. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Das S/o. Srikanta Das ও Shyamal Kr. Das S/o. S. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে Mahammad Nasim Mondal S/o. Mahammad Nasrul Mubin ও Md Nasim Mondal S/o. Md N Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৬৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Binod Keshari & Binod Shaw S/o. Sudarshan Keshari ও আমার কন্যা Bandana Keshari & Bandana Shaw D/o. Binod Keshari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Sourendranath Pramanik S/o. Bhujanga Pramanik ও S. N. Pramanik S/o. B. B. Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Jayanta Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimalananda Das ও Dr. B. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৬৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Arpita Haldar (old name) W/o. Supratim Biswas D/o. Kshitish Chandra Haldar R/o. 49-Deshapriya Sarani, P.O. Bansberia, P.S. Chinsurah, Hooghly, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arpita Biswas (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Arpita Haldar & Arpita Biswas W/o. Supratim Biswas D/o. Kshitish Chandra Haldar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

অজয় কুমার ঘোষ পিতা ৺নিতাই চাঁদ ঘোষ সাকিম ৩৮এ/৩৬, জ্যোতিষ রায় রোড, পোঃ নিউ আলিপুর, থানা চিৎপুর(বেহালা), কোলকাতা ৭০০০৫৩ বিগত ইং 02/08/2024 তারিখে ডি.এস.আর-III, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অফিসে I-12998 নং দলিল বলে আমাকে (**ইন্দ্রানী ঘোষ** স্বামী অজয় কুমার ঘোষ সাকিম ৩৮এ/৩৬, জ্যোতিষ রায় রোড, পোঃ নিউ আলিপুর, থানা চিৎপুর(বেহালা), কোলকাতা ৭০০০৫৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 14/08/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1) I-7185/2024 নং কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সন্দীপ ঘোষ** পিতা শ্রী জয়দেব ঘোষ, সাকিম ও পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়কে ও 2) I-7191/2024 নং কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী চৈতালী ঘোষ** পিতা শ্রী জয়দেব ঘোষ, সাকিম ও পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়াকে এবং 3) I-7192/2024 নং কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সঙ্গীতা মাইশেল** স্বামী শ্রী শঙ্কর মাইশেল, সাকিম দিঘাগড়ী, পোঃ গোস্বামী মালিপাড়া, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৫ মহাশয়াকে, একুনে মোট তিনটি কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা আকনা, জে.এল নং ২৩, হাল ৮২ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল ১০৯৭ নং দাগে শালি জমি ১০.৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) **শ্রী সন্দীপ ঘোষ** পিতা শ্রী জয়দেব ঘোষ, ২) **শ্রীমতী চৈতালী ঘোষ** পিতা শ্রী জয়দেব ঘোষ, ৩) **শ্রীমতী সঙ্গীতা মাইশেল** স্বামী শ্রী শঙ্কর মাইশেল, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **ইন্দ্রানী ঘোষ**
আমমোক্তার

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে নভেম্বর, ৪ঠা অগ্রহায়ণ। বুধবার। কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমী তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া সদর
২০২৪ সালের -৭৬ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারী :- সুপর্ণা চল

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো হইতেছে যে জেলা-হুগলীর ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর পৌরসভা স্থিত ২২ নং ওয়ার্ড ভুক্ত, জে এল নং- ১৯, দিগরা মল্লিকবাটি মৌজাস্থিত হাল ১৯৯ আর.এস. ১৭৯ নং দাগ ভুক্ত, ০২ দুই কাঠা ১৩ তেরো ছটাক ৪০ চল্লিশ বর্গফুট, হাল ২০২ আর.এস. ১৮২ নং দাগ ভুক্ত-১ এক কাঠা ও ছয় ছটাক ২৮ আঠাশ বর্গফুট সম্পত্তি দ্বয়ের ১/২ অবিভক্ত অংশের সম্পত্তি নাবালক **ররিন চল** এর যথার্থ ওয়েলফেয়ার এর জন্য তাহার মাতা **সুপর্ণা চল** হুজুর আদালতের নিকট তাহা বিক্রয়ের জন্য যে অত্র মিস কেস মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন তাহাতে যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তির আপত্তি থাকে, তদক্ষেত্রে তিনি বা তাহার নিযুক্তীয় উকিলবাবু, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ্যাপিয়ার হইয়া আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় একতরফা আদেশ হইবে।

তন্ময় মুখার্জী (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত,হুগলী
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া সদর

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী পুরুষোত্তম শর্মা পিতা ৺রামগোপাল শর্মা সাকিম পন্ডিত সাতঘড়া, পোঃ মল্লিক পাড়া, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২০৩ বিগত ইং ১৭/০৬/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৪২৩৬/২০২২ নং দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী গিরধারী শর্মা** পিতা ৺রামগোপাল শর্মা সাকিম পন্ডিত সাতঘড়া, পোঃ মল্লিক পাড়া, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১)বিগত ইং ২৯/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6215/2023 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী কিরণ দেবী** স্বামী বীরেন্দ্র কুমার সাহ সাকিম ৮০৫/এ, এস. কে. নগর, পোঃ প্রভাসনগর থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২৪৯, মহাশয়াকে এল.আর. ১০৫৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭২৪ নং দাগে ১ কাঠা ৫ ছটাক ২০ বর্গফুট ও ২)বিগত ইং ২২/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1499/2024 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী কাজল মন্ডল** স্বামী প্রমোদ মন্ডল সাকিম ৮৮৮, এস. কে. নগর, পোঃ প্রভাসনগর থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২৪৯, মহাশয়াকে এল.আর. ১০৫৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭২৪(পি) নং দাগে ৫ ছটাক ৩৬ বর্গফুট ও এল.আর. ১০৫২ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭২৫(পি) নং দাগে ১১ ছটাক ৪৪ বর্গফুট, একুনে মোট দুইটি পৃথক দলিল মূলে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা শ্রীরামপুর, মৌজা পন্ডিত সাতঘড়া, ১৭ নং জে.এল ভুক্ত, এল.আর. ১০৫৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭২৪ নং দাগে ১ কাঠা ৫ ছটাক ২০ বর্গফুট ও এল.আর. ১০৫৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭২৪(পি) নং দাগে ৫ ছটাক ৩৬ বর্গফুট ও এল.আর. ১০৫২ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭২৫(পি) নং দাগে ১১ ছটাক ৪৪ বর্গফুট, বাগান পরবর্তী বাস্তু জমি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) **শ্রীমতী কিরণ দেবী** স্বামী বীরেন্দ্র কুমার সাহ ও ২) **শ্রীমতী কাজল মন্ডল** স্বামী প্রমোদ মন্ডল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও শ্রীরামপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলীর মাননীয় দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
প্রবেট সুট নং- ৪/২০২৩
এ্যাক্ট -৩৯ নং- ৭ /২০ ২১
সৌম্যদ্বীপ ঘোষ ... দরখাস্তকারী
(বনাম)
শ্যামাপদ ঘোষ দীং ... প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী সৌম্যদ্বীপ ঘোষ, পিতা- রমাপ্রসাদ ঘোষ, সাং ব্যান্ডেল স্টেশন পাড়া, কুলিপাড়া, পো:- ব্যান্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২১২৩ তাহার পরলোকগমন গতা পিতামহ বিষ্ণুদাস ঘোষ, পিতা- ৺শশীভুষণ ঘোষ, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কিত তাহার- ২০১৮ সালের ১২ ই জানুয়ারী তারিখে কৃত শেষ উইলের প্রবেট পাইবার জন্য হুগলী এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট জজ সেকেণ্ড কোর্টে ২০২৩ সালের প্রবেট কেস নম্বর- ৪/২০২৩ নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ মহামান্য আদালত একতরফা শুনানী করিয়া রায় দান করিবেন।

।। তপশীল ।।

(১) জেলা-হুগলীর চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত নলডাঙ্গা মৌজায়, জে.এল. নং-৬, এল.আর দাগ নং- ১০০০, ১০০১, ৯৯২, এল.আর খতিয়ান - ৩৪২ এর -১/৪ অংশ সম্পত্তি।
(২) পোস্ট অফিস ব্যান্ডেল শাখায় ১ (এক) বছরের জন্য জমা প্রকল্পে এ্যাকাউন্ট নম্বর- ৪৫৭৩৭৪৫৭৬৪ এবং সি.আই.এফ. নং- ৮২৩৩০ ৩৯৯৬ (ম্যাচুরিটি তারিখ ইং- ০৫/১০/২০২০)
(৩) পোস্ট অফিস ব্যান্ডেল শাখায় ১(এক) বছরের জন্য জমা প্রকল্পে এ্যাকাউন্ট নং- ৪৫৭৩৭১৭৮০৮ (ম্যাচুরিটি তারিখ ইং- ০৫/১০/২০২০)।
(৪) পোস্ট অফিস ব্যান্ডেল শাখায় ১ (এক) বছরের জন্য জমা প্রকল্পে এ্যাকাউন্ট নং- ৪৭৪৬৩৫৭৪৮০ এবং সি.আই.এফ নং- ৮২৩৩০০৩৯৯৬ (ম্যাচুরিটি তারিখ ইং- ২৮/০২/২০২১
(৫) পোস্ট অফিস ব্যান্ডেল শাখায় বিষ্ণুদাস ঘোষ এবং বিশেশ্বরী ঘোষ নামিত উভয়ের যৌথ এ্যাকাউন্ট নং - ৯১৫৭ ৯৭০ ৪৮৮ এবং সি.আই.এফ নং.- ৮২৩৩০ ৩৯৯৬ এবং ৮২৩২৮৫০৯৫. (৬) এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ব্যান্ডেল বাজার শাখায় সেভিংস এ্যাকাউন্ট নম্বর-৫০০৫৫১১৩৬৯৯

দরখাস্তকারীর পক্ষে
মৌমিতা চ্যাটার্জী (উকিলবাবু)
আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর মাননীয় দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া হুগলী সদর
এ্যাক্ট ৩৯ মতে কেস নং ৮৫/২০২৩

দরখাস্তকারী:- শ্রী সুভাষ বিশ্বাস, পিতা মৃত কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, সাকিম- খামারপাড়া বকুলতলা লেন নিউ কলোনী, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা -হুগলী।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দরখাস্তকারী সুভাষ বিশ্বাস মহাশয়ের নাম বরাবর নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে **গোলাপী বিশ্বাস** (স্বামী মৃত কৃষ্ণধন বিশ্বাস) মহাশয়া একটি উইল রেজিস্ট্রি করিয়া দেওয়ার পর দরখাস্তকারী উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অত্র আদালতে প্রবেট পাইবার নিমিত্তে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দাখিল করেন।

এক্ষণে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে হাজির হইয়া অত্র মোকর্দ্দমায় আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে একতরফা শুনানী হইয়া আদেশ পাশ হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়ার অধীন, জে. এল. নং-৭/২২, খামারপাড়া মৌজায় আর.এস. ৮৬৬ নং খতিয়ান ভক্ত আর.এস. ৮৫৯ নং দাগে পরিমান ০২ কাঠা ১২ ছটাক বা ০.০৪৫ একর বাস্তু, জমি মায় তদুপরিস্থিত একতল বিশিষ্ট পাকা গৃহাদি, (যাহার লে-আউট প্লট নং-২৫) সহ সম্পত্তি

দরখাস্তকারীর তরফ
শ্রী রঞ্জন পাল (উকিলবাবু)
চুঁচুড়া কোর্ট, হুগলী
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)সেখ মোর্তাজা আলি ২)হায়দার আলি ৩)মেহেরুন্নেসা বিবি ওরফে মোসাম্মত মোহিরুন নেসা বিবি ১ ও ২ এর পিতা ও ৩ এর স্বামী মরহুম আব্দুল সর্দার ওরফে আব্দুল রহিম ১-৩এর সাকিম ভাটুয়া, পোঃ রাজহাট, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন 712154, **৪)আবুল হাসান, ৫)রাবিয়া খাতুন** স্বামী সাহ নাওয়াজ, **৬)হাসবুন নিশা ওরফে হাসবুন নেছা** বিবি স্বামী নইমুদ্দিন, ৪-৬ নং এর পিতা মরহুম আব্দুল সর্দার ওরফে আব্দুল রহিম, ৪ ও ৬ নং এর সাকিম ৬/৬ ভিক্টোরিয়া লেন, পোঃ তেলিনীপাড়া, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৫, ৫নং এর সাকিম আলি হায়দার রোড নয়াবস্তি, পোঃ ও থানা টিটাগড়, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭০০১১৯, **৭)নইমুদ্দিন ওরফে সেখ নইমুদ্দিন** পিতা মহম্মদ জামিল ওরফে জমির মিঞা সাকিম শেখ আকবর আলি রোড, পোঃ তেলিনীপাড়া, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলি- ৭১২১২৫ গত ইং 29/05/2019 তারিখে DSR - I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-270/2019 নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে (**মহম্মদ আলি** পিতা মরহুম আব্দুল সর্দার ওরফে আব্দুল রহিম সাকিম ৬/৬ ভিক্টোরিয়া লেন, পোঃ তেলিনীপাড়া, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৫)-কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, পোলবা থানার অন্তর্গত, ভাটুয়া মৌজায়, ৩১ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ১৯৭১ নং দাগে, আর.এস. তথা হাল এল.আর ৪৭৫, ১৫১৯, ১৬৯৩ ও ১৬৯৭ নং খতিয়ানে ১৫ শতক কলাবাগান আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও পোলবা-দাদপুর অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

ইতি-**মহম্মদ আলি**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল গৌতম সিংহ রায় পিতা- ঁবিষ্ণুচরণ সিংহ রায় হরিপাল থানার অন্তর্গত চন্দনপুর গ্রামের বাসিন্দা থাকাকালীন হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ৯৫ নং জে.এল.ভুক্ত চন্দনপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ২৩১ এবং ২৩৯ নং খতিয়ানে থাকা হাল এল.আর. ৫/১০১১ নং দাগে ২১ শতক, ১৬ নং দাগে ১২ শতক, ৩৪ নং দাগে ৮ শতক, ৩৫ নং দাগে ৪ শতক, ১১৭ নং দাগে ৪ শতক, ১২৯ নং দাগে ৪ শতক, ৮৯/১১২২ নং দাগে ৬ শতক, ১৬৬ নং দাগে ১.৫০ শতক, ১৫৭ নং দাগে ১৬ শতক, ১৫৬ নং দাগে ১.৫০ শতক, ১৫৪ নং দাগে ১.৫০ শতক, ১৫৮ নং দাগে ১.৫০ শতক, ১৫৫ নং দাগে ১ শতক এবং ১৫৯ নং দাগে ২ শতক মোট ৮৪ শতক সম্পত্তি যাহা আমি ২০২৪ সালে বৈদ্যনাথ সিংহ রায় দীং এর নিকট হইতে অমিত সিংহ রায় (পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী হোল্ডার) এর মাধ্যমে ৪৬৯৩ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে ক্রয় করিয়াছে এবং উক্ত দলিলে থাকা ১। ও ২। বিক্রেতাদ্বয় গত ইংরাজী ২০২২ এবং ২০২৩ সালে ২৯৭৫ এবং ৫৫৯৫ নং রেজিষ্ট্রী জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দ্বারা অমিত সিংহ রায়কে প্রদান করিলে উক্ত পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী মূলে অমিত সিংহ রায় স্বয়ং নিজ অংশ হস্তান্তর করিবার পর, যদি উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Rep No-WB-1593/2015

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

COURT NOTICE

Before the District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly at Chinsurah
RA/20/2024
(Arising out of CC/16/2023)
Surajit Singha
-VERSUS-
M/S. Apsara Automobiles and M/S. Go With Green E-Vehicles Pvt. Ltd.

Whereas the abovenamed applicant **Shri Surajit Singha** has filed a Revisional Application no. 20 of 2024 against the Opposite Parties i.e., **M/S. Apsara Automobiles** of South Rajyadharpur, G.T. Road, Opposite to ESI Hospital, P.S.- Serampore, Dist.-Hooghly-712203 and **M/S. Go With Green E-Vehicles Pvt. Ltd.** of Plot no. 387, Ground Floor, Kadamtala More, Mouza-Gazipur, P.S. Singur, Dist.- Hooghly- 712409 before this Commission for review the order dated 10.07.2024 and the order dated 25.04.2024 passed in CC/16/2023.

Notices have been issued in the name of opposite parties abovenamed in that Review Application and those notices got returned to the DCDRC, Hooghly unserved. Now in case you have any objection for the claim claimed by the applicant, you can file written objection to the same within 30 days from the date of publication of this notice failing which the petition shall be decided in accordance with law. The next date has been fixed on **02.12.2024** by the Hon'ble Commission for filing the copy of paper publication.

By Order of the Commission
Sd/- Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

নতুন লোন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রুগ্ন শিল্প সংস্থার পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের জন্য সরকারি ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। সাবেক খাতাপত্র, দলিল দস্তাবেজের ঝঞ্ঝাট থেকে বেরিয়ে এবার ওইসব সংস্থাকে ঋণ দেওয়া এবং তা আদায়ের প্রক্রিয়া আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর করে তোলা হচ্ছে বলে শিল্প পুনর্গঠন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় জানিয়েছেন। শিল্প সদনে এক অনুষ্ঠানে এই উদ্দেশ্যে সামনে রেখে তৈরি করা নতুন লোন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মন্ত্রী এদিন উদ্বোধন করেন। ওয়েবেলের যৌথ সহায়তায় নির্মিত ওই সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে ঋণের আবেদন মঞ্জুর করা যাবে। ঋণ গ্রহিতারা অনলাইনেই শোধ করতে পারবেন। সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয়ে যাওয়ার পরে অনলাইনেই তাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হবে দপ্তরের তরফে। শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর তৈরি হয় বাম আমলে। কিন্তু তাদের কাজকর্মের জটিলতার জন্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন উপভোক্তারা। ঋণের জন্য একাধিক দপ্তরে ঘোরাঘুরি করতে হতো। খাতা কলমে ঋণ মঞ্জুর করার ব্যবস্থা থাকায় একাধিকবার অফিস বদল হওয়ায় ঋণের ওপর নজরদারির প্রক্রিয়ায় জটিল হয়ে পড়ে। সরকার বদলের পর এই দপ্তরের কাজকর্মকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবলিক এন্টারপ্রাইজ দপ্তরকে শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এর ফলে বাজেট বরাদ্দ যেমন বেড়েছে তেমনি দুই দপ্তরের কাজেই গতি এসেছে বলে প্রশাসনিক কর্তাদের দাবি।

কৃষক বন্ধু প্রকল্পে দ্বিতীয় দফার টাকা দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবি মরশুমের শুরুতেই কৃষক বন্ধু প্রকল্পে দ্বিতীয় দফার টাকা ছাড়তে চলেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রের খবর, প্রায় ১ কোটি ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে ওই বরাদ্দ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় ২৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই মাসের শেষে এই অর্থ ছেড়ে দেবে অর্থ দপ্তর। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে বাংলা শস্য বিমা যোজনার আবেদনের মেয়াদও বাড়ানো হয়েছি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছে সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই খরিফ মরশুমের শুরুতে এই টাকা কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। এবার রবি মরশুমের শুরুতেও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে কৃষকদের। ইতিমধ্যেই রাজ্যের অর্থ দফতর এই টাকা দেওয়ার বিষয় প্রস্তুতি নিয়েছে। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে কৃষি দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে নবান্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। ২০১৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষক বন্ধু প্রকল্প চালু করেন। রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, কৃষকদের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া। এই প্রকল্পে বছরে সাধারণত দু'দফায় কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হয়। জমির পরিমাণ অনুযায়ী একজন কৃষক বছরে সর্বোচ্চ ১০ হাজার, সর্বনিম্ন ৪ হাজার টাকা করে পান। যে সমস্ত কৃষকের এক একর বা তার বেশি চাষযোগ্য জমি রয়েছে, তাঁরা বছরে একর প্রতি ১০ হাজার টাকা পাবেন। যে সমস্ত কৃষকের এক একর বা তার কম চাষযোগ্য জমি রয়েছে, তাঁরা একর প্রতি ৪ হাজার টাকা করে পাবেন । খরিফ মরশুমের টাকা সাধারণত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রবি মরশুমের টাকা অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে প্রদান করা হয়। গত বছর রবি মরশুমের কিস্তি দেওয়া হয়েছিল, ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। আগের খারিফ মরশুমে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ২৯১৬ কোটি টাকা কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি দেওয়া হয়েছিল ।

শিশু অধিকার সমুন্নত রাখা এবং বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপনের জন্য ইউনিসেফের সহায়তায় 'ভবিষ্যতের কথা শুনুন' থিমের একটি কর্মসূচির অংশ হিসাবে কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকার সুবিধাবঞ্চিত স্কুল ছাত্রদের একটি দল তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এবং বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি ইন্টারেক্টিভ অধিবেশন চলাকালীন কয়েকটি দাবি তুলে ধরে।

ইন্দিরা গান্ধির ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ময়দানে অবস্থিত ইন্দিরার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

পেঁয়াজের দাম কমার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমদানি বাড়তে শুরু করায় আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম কমবে। একই সঙ্গে আলু ও শীতের সবজির যোগান বাড়তে শুরু করায় সেগুলির দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে রাজ্যসরকার নিযুক্ত টাস্ক ফোর্স আশ্বাস দিয়েছে। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা মঙ্গলবার কলকাতার তিনটি বাজার পরিদর্শন করেন। মানিকতলা, বাগমারি এবং গুরুদাস পুর বাজারে গিয়ে সেখানেকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন।

টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, ইতিমধ্যেই কয়েকটি বাজারে নতুন করে পেঁয়াজের যোগান আসতে শুরু করেছে। ফলে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে দামের কিছুটা ফারাক হচ্ছে। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে সব বাজারেই কম দামে পেঁয়াজ ঢুকবে। ফলে দাম নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

তিনি আরও বলেন অনেক বাজারেই এখনও নতুন আলু আসেনি। ব্যবসায়ীরা ৩০-৩২ টাকা কেজি দরে আলু কিনছেন। তবে আগামী কয়েক দিনে সেই ছবি পাল্টে যাবে। আস্তে আস্তে প্রায় সব বাজারেই শীতের ফসল চলে আসবে। তখন দাম কমবে। আলু-পেঁয়াজের মতো শীতের মরসুমের অন্যান্য সবজির ক্ষেত্রে পাইকারি দামের সঙ্গে খুচরোর খুব বেশি হেরফের নেই বলে টাস্ক ফোর্সের দাবি। রাজ্যে পেঁয়াজের জোগান আসে মূলত মহারাষ্ট্রের নাসিক, মধ্যপ্রদেশ থেকে। কৃষি বিপণন দফতর সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বরে অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে অনেক পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ নভেম্বর ২০২৪, ৪ অগ্রহায়ণ, বুধবার

কলকাতা পুলিশকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পুলিশের একটা অংশ রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট, মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ করতে শোনা গেল রাজ্যপালকে।

প্রসঙ্গত, নানা ঘটনায় দিন কয়েক ধরেই কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যেমন, কলকাতার একের পর এক জায়গা থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। বিহার থেকে দুষ্কৃতীরা এসে থাকছে কলকাতার একাধিক জায়গায় বলে জানা যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি কসবার তৃণমূল বিধায়কের উপর হামলা হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। ওই ঘটনাতেও বিহারের যোগ আছে বলে খবর। সেই অবস্থায় কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় তৃণমূল নেতৃত্বের একটা অংশকেও। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেও দেখা গেছে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে। সাংসদ সৌগত রায়ও পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট।

তৃণমূলের অন্দরে কলকাতা পুলিশ নিয়ে একাধিক মত প্রকাশ হচ্ছে। পক্ষে, বিপক্ষে মন্তব্য করছেন তৃণমূল নেতারা। এবার সেই কলকাতা পুলিশকেই কাঠগড়ায় তোলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সঙ্গে এও জানান, পুলিশ দুর্নীতিগ্রস্থ। আর সেই কারণে রাজ্য সরকার মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, এদিন এমনও বলতে শোনা যায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। আরজি কর কাণ্ডের পর কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রাজ্যপাল নিজে কলকাতা পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আরজি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ধৃত সঞ্জয় রাই। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে সে। কলকাতা পুলিশ তাকে মুখবন্ধ করে থাকতে বলে। এই কথাও বলেছিল সঞ্জয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তথ্য চেয়েছেন। একাধিক ঘটনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্য সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। এবার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। কলকাতা পুলিশ দুর্নীতিগ্রস্থ ও রাজনৈতিক মদতপুষ্ট। এমনই মত রাজ্যপালের।

এদিকে কলকাতা রাজভবনে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। আরজি কর কাণ্ডে সাধারণ মানুষ সেখানে তাদের মতামত জানাতে পারবেন। সেই কথাও জানা গিয়েছে।

এদিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 'আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল' নামে একটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভারতের বৈশ্বিক শক্তির সংমিশ্রণকে তুলে ধরা। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ইতিমধ্যেই শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন, সমাজকল্যাণ এবং সামাজিক উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবন ও স্বচ্ছতা এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতি ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নিয়েছেন।

কসবাকাণ্ডে ধৃতদের ফোনে মহিলাদের নামে লুকিয়ে পাপ্পু গ্যাংয়ের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টার পর ধরা পড়েছে যুবরাজ এবং গুলজার। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁদের মোবাইল থেকে তদন্তকারীরা বেশ কয়েকজন মহিলার সঙ্গে কথোপকথনের তথ্য মিলেছে। ওই সব মহিলারা কারা, তাঁদের সঙ্গে কসবার ঘটনার কোনও যোগ আছে কি না,তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে সামনে এসেছে আরও বেশ কিছু তথ্য। মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার তথ্য যাচাই করতে গিয়ে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই সব মহিলারা আদতে পাপ্পু গ্যাং-এর সদস্য। তদন্তকারীদের অনুমান, পাপ্পু গ্যাং-এর সদস্যরা নিজেদের নাম বদলে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। মহিলাদের নামে গ্যাং মেম্বারদের নম্বর মোবাইলে সেভ করা হত বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ বিহারের ওই গ্যাং ছেলে সদস্যদের মোবাইল নম্বর মেয়েদের নামে সেভ করে রাখতেন, যাতে ধরা পড়লে সহজে সন্দেহ না হয়। আপাত দৃষ্টিতে মেসেজ অথবা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট দেখলে মনে হবে, কোনও মেয়ের সঙ্গে কথোপকথন চলছে। গ্যাং-এর সদস্যদের পরিচয় গোপন রাখতে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিতে এই পন্থা নিয়েছিলেন বলেই তদন্তকারীদের অনুমান। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, ধৃত গুলজার এবং যুবরাজ কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

অন্যদিকে, ২০০০ স্কোয়ার ফুটের গোডাউন বেআইনিভাবে তৈরি হয় বলেই মনে করছে পুলিশ। গুলশানে যে জায়গাতে ওই চার তলা বাড়ি ও গোডাউন তৈরি হয়েছে, সেই জমি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করার কাজ শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, জমিটির একটা অংশ কৃষি জমি ছিল ও বাকি অংশ সরকারি জমি। জবরদখল করে গোডাউন তৈরি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছে পুলিশ।

সাসপেন্ডেড ৫ ছাত্রকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে 'থ্রেট কালচারের' অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছিল ৫ ছাত্রকে। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হন ওই পাঁচ ছাত্র। মঙ্গলবার তাঁদের ক্লাস করার এবং পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তবে পাশাপাশি এও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, ক্লাসে যোগ আর পরীক্ষায় বসা ছাড়া আর কোনও কাজের জন্য কলেজে যাবেন না পাঁচ ছাত্র।

আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার শুনানির সময়ে সাসপেন্ডেড ছাত্ররা আদালতে সওয়াল করেন, কোনও নিয়ম না মেনে ৬ মাসের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করেছে কলেজ। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির মতামত না নিয়েই সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা।

পাশাপাশি এও জানান, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এরপরই সাসপেন্ডের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করার আবেদন করেন তাঁরা।

পাল্টা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কলেজের উচ্চপদস্থ কর্তাদের ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল। সে সময়ে কর্তৃপক্ষের তরফে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপর ঘেরাও ওঠে। কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 'আমরা চাপের মুখে তখনই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। তা না হলে আমরা যদি হাসপাতাল বন্ধ করে দিতাম তাহলে রোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। আর কোনও বিকল্প না থাকায় আমরা বিক্ষোভকারীদের দাবি অনুযায়ী পদক্ষেপ করি।'

একইসঙ্গে আদালতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এটাও জানায়, 'অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা অভিযোগের গুরুত্ব খতিয়ে দেখি। তারপর অনুসন্ধান কমিটি করতে হয়। সাসপেন্ড হওয়া ছাত্রদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।' আদালত সূত্রে খবর, ৫ সপ্তাহ পরে ফের শুনানি।

শিয়ালদা পুলিশ কিয়স্কে হামলা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদা পুলিশ কিয়স্কে হামলার অভিযোগ। ঘটনার সূত্রপাত, শিয়ালদার একটি বাসের দুই যাত্রীর মধ্যে বচসাকে ঘিরে। এই দুই বাসযাত্রীর বচসার মধ্যস্থতায় নামে ট্রাফিক পুলিশ। কিয়স্কের ভিতরে বসিয়ে এক যাত্রীর বক্তব্য শুনছিলেন পুলিশ আধিকারিক। তখ নই যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর পরিচিত এসে পুলিশ কিয়স্কে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ।

আর এই পুলিশ কিয়স্কে ভাঙচুর চালানোর সময় হামলাকারীরা বাঁশ, লাঠি নিয়ে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যান পুলিশ আধিকারিক। পরে বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিয়স্কে ভাঙচুর চালায় অভিযুক্ত। বাঁশ লাঠি নিয়ে চলে হামলা। এই ঘটনায় বিশ্বকর্মা সাউ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে

পুলিশ। এরই পাশাপাশি পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, কেন হঠাৎ করে এসে কিয়স্কে ভাঙচুর চালাল হামলাকারীরা। আদৌ ওই ব্যক্তি কী করেন, কীভাবে তাঁর দলবল খবর পেল।

পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে বিতর্ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়েও বিতর্ক যাদবপুরে। এই বিতর্ক তৈরি হয়েছে সাংবাদিকতা বিভাগে। সেখানকার পরীক্ষার খাতায় বিস্তর গরমিলের অভিযোগও উঠেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অভিযোগ উঠেছে সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় সেমেস্টারের কমপক্ষে ৫০ জন পড়ুয়ার খাতাই দেখা হয়নি। মিডিয়া এথিক্স এবং ল'পেপারের একাধিক খাতা না দেখেই নম্বর দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর সেই কারণেই একের পর এক পড়ুয়া ওই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন বলে দাবি। যদিও ঘটনাটি বেশ কিছুদিন আগের হলেও সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসে। এরপরই তোলপাড় শুরু হয়। এই ঘটনায় উপাচার্যের কাছে একাধিক ডেপুটেশনও জমা পড়ে ।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়াময় সাত্যকি ভট্টাচার্যের দাবি, 'ছাত্ররা রিভিউয়ের আবেদন করার পর আমার নজরে আসে। বহু উ খাতায় কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে।

এরপর আমি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে বিষয়টি জানাই। বিভাগীয় প্রধানের নজরে আনি।' এই বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী জানান, 'ঘটনাটি জানতে পেরেছি। গুরুতর অভিযোগ। উপাচার্য নিজে দেখছেন। উপযুক্ত পদক্ষেপ অবশ্যই হবে।' বর্তমানে ওই বিভাগের তৃতীয় সেমেস্টারের ছাত্রদের তরফ থেকে জানানো হয়, তাঁরাও বিষয়টি বুঝতে পারেনি। এরপর ঘটনাটি বিভিন্ন জায়গা থেকে জানতে পারেন তাঁরা।

অভিযোগ করা হয়। আর এই ঘটনায় অনেকেই ভুক্তভোগী। যে কারণে অনেকেই সাপ্লি পেয়েছে। এরপই রিভিউয়ের আবেদন করেছি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছেন, বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন।

সূত্রের দাবি, এই ঘটনার পিছনে রয়েছে এক অধ্যাপকের নাম। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত এবং রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুও মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

ত্রিপুরার রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে সাইবার হানার সূত্র নিউটাউনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাইবার হানার শিকার ত্রিপুরার রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। তারই সূত্র মিলল বাংলায়। ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখার প্রধান অফিস ছাড়াও কলকাতার নিউটাউনে একটি অফিস রয়েছে। নিউটাউনের অফিসে থাকা সার্ভার থেকেই তথ্য চুরি যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এরপরই বিধাননগর পুলিশে এই ঘটনায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। পুলিশ সূত্রে খ বর, ওই ব্যাঙ্কের শীর্ষকর্তা বিশ্বনাথ মজুমদার বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানান। এরপরই শুরু হয় তদন্ত।

ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ৫ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে তাদের সার্ভার থেকে ডেটাবেস তথা গ্রাহকদের তথ্য চুরি গিয়েছে। পাশাপাশি বেশকিছু গোপন আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথিও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। সংস্থার সাইবার নিরাপত্তার সঙ্গে যে কর্মীরা যুক্ত, তাঁরাই প্রথমে বিষয়টি নজরে আনেন। সংস্থার আভ্যন্তরীণ তদন্তে দেখা গিয়েছে, রিমোট কোনও সিস্টেম থেকে গভীর রাতে হ্যাক করা হয় ব্যাঙ্কের সার্ভার। সংস্থার নিজস্ব তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে, এই রাজ্যের একটি জায়গা থেকে ল্যাপটপ ব্যবহার করে হ্যাক করা হয় ব্যাঙ্কের সিস্টেম। সেখান থেকে চুরি করা হয়েছে ব্যাঙ্কের গ্রাহক সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য। সেই সঙ্গে চুরি গিয়েছে আর্থিক সমস্ত তথ্য। ব্যাঙ্কের শীর্ষকর্তাদের আশঙ্কা, এই তথ্য ব্যবহার করে বড়সড় আর্থিক প্রতারণা হতে পারে। তাই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই, ব্যাঙ্কের আইটি বিভাগের প্রধানকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে কলকাতায়। তিনি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তথ্য প্রযুক্তি আইনে এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর পুলিশ।

জলাশয় ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাটপাড়া পুরসভার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ অঞ্চলে বারংবার জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠছে এক শ্রেণির জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। অথচ প্রশাসন নির্বিকার। এবার ভাটপাড়া পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের রাহুতা বারোয়ারিতলায় জলাশয় ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে। যদিও এলাকাটি জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা ঋষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, হুগলির বৈদ্যবাটিতে তাঁর দাদারা থাকেন। ওখানে গিয়ে জমির দালাল তাপস বিশ্বাস জমিটা লিখিয়ে নিয়েছেন। ঋষিকেশ বাবুর দাবি, ওটা পুকুর নয়, ডোবা ছিল। কিন্তু পরচায় জমির উল্লেখ আছে। তাঁর অভিযোগ, দু'বছর আগে ওই ডোবাটা একবার ভরাট করার চেষ্টা হয়েছিল। তখন পুলিশ এসে ভরাট আটকে দিয়েছিল। এখন ফের ওই ডোবাটি ভরাট করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, জলাশয় ভরাট করা আইনত অপরাধ। অপরদিকে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, বিষয়টি তিনি সবেমাত্র জেনেছেন। বিষয়টি চেয়ারপার্সনের নজরে আনবেন। দেবজ্যোতি বাবুর আশ্বাস, ভরাট হয়ে যাওয়া অংশ খুঁড়ে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।

সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন এক জমি কারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন গুলশান কলোনির অন্যতম জমি কারবারি মহম্মদ জুলকারনাইন আলি। তাঁর অভিযোগ, তিনি নাকি সুশান্ত ঘোষের আতঙ্কে বাড়ি আসতে পারছেন না। আতঙ্কে ভুগছেন তাঁর পরিজনরাও।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর গুলি চালানোর চেষ্টা হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই জমি বিবাদের প্রসঙ্গ ওঠে। অভিযোগ ওঠে জমি বিবাদের জেরেই খুনের চেষ্টা করা হতে পারে তৃণমূল কাউন্সিলরকে। এবার সেই আক্রান্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিলেন জুলকারনাইন। তিনি জানান, 'এলাকায় একের পর এক জলাশয় ভরাট করা হয়েছে। সুশান্ত ঘোষের অনুগামী হায়দার আলি ভরাট করেছে সব।' সঙ্গে এও জানিয়েছেন, 'দলকে জানাতে পারছেন না আতঙ্কে। ঘর ছাড়া হওয়ার ভয়ে। এই ঘটনায় তার নাম জড়িয়ে দিয়ে ফাঁসাতে চাইছে সুশান্ত ঘোষ। শুধু জমি বিবাদ নয়, সুশান্ত ঘোষের অনেক শত্রু বিভিন্ন কারণে।'

পাশাপাশি জমি কারবারি জুলকারনাইনের দাবি, গুলিকাণ্ডে অভিযুক্ত গুলজারকে তিনি চিনতেন। কিন্তু এই কাজের সঙ্গে তার কোনও যোগসূত্র নেই। কসবাকাণ্ডে গুলজারই দায়ী। এদিকে সুশান্ত ঘোষের বক্তব্য, খুনের চেষ্টার ঘটনাকে জমি বিবাদের ঘটনা দেখি য়ে গোটা ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন, 'আমার দলের ভেতরে কেউ আছে কি না সেটা আমি বলতে পারব না। তবে কোনও কিছুকেই অস্বীকার করতে পারব না। জলা ভরাট নিয়ে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি এই ওয়ার্ডে কাউন্সিলর হয়ে এসেছি মাত্র আড়াই বছর। যদি গুলশান কলনিতে কোনও জলাশয় ভরাট হয়ে থাকে, আর তাতে যদি হায়দারের সরাসরি যুক্ত থাকার প্রমাণ মেলে, তাহলে তার দায় হায়দারের। আমার নয়।'

শিশু মৃত্যুর এক ঘণ্টা পরে শংসাপত্র, বিক্ষোভ টিটাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিশু মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যে পরিবারের হাতে মৃত্যুর শংসাপত্র তুলে দিলেন এক চিকিৎসক। এই ঘটনাকে ঘিরে সোমবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় টিটাগড় জি সি রোড এলাকায়। ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী ওই চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। উত্তেজনার সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রহড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আলি হায়দার রোডের বাসিন্দা মহম্মদ মুক্তার তাঁর আড়াই বছরের শিশু কন্যাকে নিয়ে সোমবার রাত ন'টা নাগাদ জি সি রোডের একটি ওষুধের দোকানে চিকিৎসক তন্ময় মৈত্রের চেম্বারে নিয়ে যান। চিকিৎসক শিশুটিকে দেখে কিছু ওষুধ লিখে দেন। ওষুধ কিনে শিশু কন্যাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন মহম্মদ মুক্তার। ওষুধ সেবনের কিছুক্ষণ পরই ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই শিশুটি। ততক্ষণাৎ শিশুটিকে ফের ওই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শিশুটিকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর মৃত শিশুটিকে চিকিৎসক তন্ময় মৈত্রের চেম্বারে ফিরিয়ে আনা হয়। রাত দশটা নাগাদ চিকিৎসক তন্ময় মৈত্র মৃত্যুর

শংসাপত্র মৃত শিশুর পরিবারের হাতে তুলে দেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে আসতেই চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। উত্তেজনার সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে রহড়া থানার পুলিশ। নিয়ম অনুযায়ী, মৃত্যুর পর চার ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রেখে তারপর মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদানের নিয়ম রয়েছে। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যেই কিভাবে চিকিৎসক মৃত্যুর শংসাপত্র দিলেন, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। এদিকে উত্তেজনার খ বর পেয়ে রাতেই স্থানীয় কাউন্সিলর নৌসদ আলম চেম্বারে গিয়ে ওই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় কাউন্সিলর ঘটনার প্রশাসনিক তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি কাউন্সিলর বলেন, মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যে কি করে চিকিৎসক মৃত্যুর শংসাপত্র দিলেন, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা উচিত। চিকিৎসক তন্ময় মৈত্রের বক্তব্য, যেহেতু তিনি চেম্বার থেকে কিছুটা দূরে থাকেন। তাই মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে আগেই মৃত্যুর শংসাপত্র লিখে দিয়েছেন।

মমতার ছবি সরিয়ে নির্বাচনে নামুক, হুমায়ুনের পাল্টা ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের অন্দরে ভিন্ন ভিন্ন সুর। এমন প্রশ্ন উঠেছে আগেও। নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বের বিষয়টি সামনে এলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সবটা সামলেছে সুকৌশলেই। তবে এবার সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো ও সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শোনা যাচ্ছে নেতাদের। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে দল আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে কি না তা নিয়ে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক পৃথক অনুগামী। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের কথায় যেভাবে ফিরহাদ হাকিম প্রতিক্রিয়া দিলেন, তাতে জল্পনা বেড়েছে আরও। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার। আচমকা ফুলটাইম পুলিশমন্ত্রীর কথা বলেন হুমায়ুন কবির। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। তিনি বলেন, 'ফুলটাইমের একজন পুলিশমন্ত্রী থাকলে, আমার মনে হয়, তাঁর নজর এড়িয়ে কোনও অপরাধ সংগঠিত

হবে না।' বিধায়কের এই কথায় বিতর্কের গন্ধ পান অনেকেই। প্রশ্ন ওঠে, তবে কি পুলিশমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না তিনি?

এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। মমতাকে সরিয়ে রেখে এখনও কারও নির্বাচনে জেতার ক্ষমতা হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি। ফিরহাদ বলেন, 'যারা এত কথা বলছে, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে নির্বাচনে নামুক। তারপর জিতে দেখ াক। বুঝে যাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবদিক থেকে বলিষ্ঠ নেত্রী। তিনি এখনও সব দপ্তর এবং দলকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।' অভিষেককে নিয়ে প্রশ্ন করাতে ফিরহাদ বলেন, 'অভিষেক আমাদের সন্তান। ওর কথা যখন হবে তখন দেখা যাবে। কিন্তু এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে বলিষ্ঠ কেউ নন।' বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এই নিয়ে আমাদের মাথাব্যাথা নেই। তবে মাৎস্যন্যায় শুরু হয়েছে। কোম্পানিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার সময় এই সব হয়ে থাকে।'

সম্পাদকীয়

দান খয়রাতির লাভকে ফলপ্রসূ করতে দরকার শিল্পোদ্যগের প্রয়াস

নগদ-অর্থ প্রদান প্রকল্প; যাকে এক সময়ে 'রেউড়ি সংস্কৃতি' বলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বিদ্রুপ করতে ছাড়তেন না; তা ভোট-রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত। এর ইতিবাচক প্রভাব যে ইভিএম-এ পড়ে, এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তার প্রমাণ আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তো ইতিপূর্বে পেয়েছেই, অন্যান্য রাজ্য, বিশেষ করে, মহারাষ্ট্রও আসন্ন ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চলেছে 'লড়কি বহিন' প্রকল্পের হাত ধরে। যদিও, প্রায় সব ক্ষেত্রে ঋণের টাকাই মহিলাদের অনুদানের এই প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস। এই দিক দিয়ে দেখলে এটা মনে হতে পারে যে ক্ষমতাসীন দল রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থটুকুই দেখছে, এই সব দান-খয়রাতির মাধ্যমে। কথাটা হয়তো পুরোপুরি ভুলও নয়। কিছু স্বঘোষিত বামপন্থী 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'কে উৎকোচ হিসাবে তকমা দিয়েছিলেন। এ বার দেখা যাক, এ ব্যাপারে অর্থনীতির তত্ত্ব কী বলছে? বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে আমেরিকাকে আর্থিক মন্দার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস-এর অভিমত ছিল, প্রান্তিক মানুষের হাতে যদি বাড়তি টাকা থাকে, তাঁরা বাজারে সেই টাকা ব্যয় করবেন এবং তাঁদের এই ব্যয়ের কারণে বিপুল চাহিদার সৃষ্টি হবে, যা পরিপূর্ণ করতে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এবং নতুন কর্মসংস্থান হবে। অর্থাৎ, প্রান্তিক মানুষের হাতে তাঁদের কল্যাণের জন্য পৌঁছে দেওয়া অনুদানের সুফল মধ্যবিত্তরাও ভোগ করতে পারবেন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার দুফলোর গলাতেও এই একই সুর শোনা গিয়েছিল অতিমারির সময়ে। তখন এই দম্পতি বলেছিলেন, 'এখন মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয়। ক্রেডিট রেটিং কমে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও নয়। করোনায় ঘরবন্দি দেশে অর্থনীতির চাকা পুরোপুরি বসে যাওয়া রুখতে প্রয়োজনে টাকা ছাপিয়ে দরিদ্রদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হোক।' এস্থারের মতেও, 'ভারতে যখন জনধন অ্যাকাউন্টের মতো পরিকাঠামো রয়েছে, তা কাজে লাগানো জরুরি।' অর্থাৎ, দান-খয়রাতিতে দেশেরও লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। তবে, এই লাভটা আরও ফলপ্রসূ করতে যেটা প্রয়োজন, তা হল সরকারি ও বেসরকারি; উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পোদ্যোগের সফল প্রয়াস। দুঃখের বিষয়, সেটারই বড় অভাব পশ্চিমবঙ্গে।

শব্দবাণ-১০৭

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অপ্রকাশ্যত ৪. কাব্যে আমার ৫. পাত ৭. (আল.) উপকরণ ৯. চানা, বুঁট ১১. সর্বশ্রেষ্ঠ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সমুপস্থিত ২. ক্রোধ, রাগ ৩. প্রণাম ৬. মধুর আলাপ ৮. মজুর, চৌকিদার ১০. এই ব্যক্তি সকলের শ্রদ্ধেয়।

সমাধান: শব্দবাণ-১০৬

পাশাপাশি: ১. অধিদেবতা ৩. নাকচ ৫. কসাই ৭. শরৎ ৮. জহর ১০. সরগরম।

উপর-নীচ: ১. অনেক ২. বরকন্দাজ ৩. নাগেশ ৪. চমৎকার ৬. ইজের ৯. হজম।

জন্মদিন

আজকের দিন

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুহাসিনী মূলের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শিল্পা শিরোদকরর জন্মদিন।*

আধুনিক ভোগবাদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই আছে কুশিক্ষার অন্ধকার !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিশ শতকের আশির দশকে সাক্ষরতা অভিযানে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন লেখা হত 'সাক্ষরতার আলো/ ঘরে ঘরে জ্বালো।' শিক্ষার আলোতে পথচলাই শুধু নয়, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়াও জরুরি হয়ে পড়েছিল যা এখনও সমান সচল, সরব, প্রবহমান। প্রাক্-স্বাধীনতা থেকেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অন্ধত্ব মোচন থেকে আত্মসচেতন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ সবই লক্ষ করা যায় । আমজনতার মধ্যে শিক্ষার অভাববোধ থেকেই আধুনিক শিক্ষা জরুরি মনে হয়েছিল । সেক্ষেত্রে উনিশ শতকের শিক্ষা বিস্তারে জ্ঞানের সঙ্গে বিশ শতকের বিজ্ঞানের সংযোগ ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। পুথিনির্ভর বিদ্যার (education) সঙ্গে হাতেকলমে শিক্ষার (learning) স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বিদ্যাশিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ে আনে । সেখানে বিদ্যার গৌরব ও শিক্ষার সৌরভ আধুনিক শিক্ষার বিস্তারকে ক্রমশ আধুনিক চেতনায় নিবিড় করে তোলে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও মনে হয়েছিল গ্রামের নিম্নবর্গের সবদিক থেকে পিছিয়ে থাকা শোষিত-শাসিত অসহায় মানুষের চোখ খুলে দিতে আধুনিক শিক্ষা একান্ত জরুরি। চোখ থাকতেও অন্ধ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি 'পল্লী-সমাজ' ('ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৯১৫, গ্রন্থকার ১৯১৬) উপন্যাসের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা তুলে ধরেন। উপন্যাসটির নায়ক তথা রুড়কি কলেজের ছাত্র রমেশ বাবার শ্রাদ্ধ করতে দীর্ঘদিন পরে কুঁয়াপুর গ্রামে ফিরে আসে। সেখানে সে পল্লিবাংলার অজ পাড়াগাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসহায় প্রান্তিক মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগেই স্কুল খোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। সরকারি অনুদানে ও জমিদারির সাহায্যে চলা কুঁয়াপুরের 'ছোটরকমের ইস্কুল'ই পাঁচ-সাত গ্রামের একমাত্র স্কুল। দুই-তিন ক্রোশ দূর থেকেও সেখানে পড়তে আসে। সেই অচল হয়ে পড়া স্কুলই আবার নতুন করে চালু করে রমেশ। শুধু তাই নয়, নিজেদের জমিদারির অধীনে থাকা মুসলিম অধ্যুষিত পিরপুরেও সে একটি নতুন স্কুল খোলে সে। এসবের মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে নায়কোচিত গুণই শুধু প্রকাশিত হয়নি, শিক্ষার জরুরি চাহিদাও তাতে নিবিড়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয়, সে কথাও শরৎচন্দ্র পরবর্তীতে স্বীকার করেন । ১৯২৯-এর ঈস্টারের ছুটিতে রংপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতি হিসেবে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'যে শিক্ষা সভ্য জগতের প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষাবিস্তার গভর্নমেন্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হয় না।' অব্যবহিত পরের লাইনে তিনি আরও জানিয়েছেন, 'করতে মানা করিনে, কিন্তু এখানে একটা night school – আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ যা করা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর।' সেক্ষেত্রে সময়ান্তরে দেশ স্বাধীন হয়, শিক্ষা বিস্তারে সরকারি উদ্যোগও ক্রমশ গতি লাভ করে । দেখতে দেখতে বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকের ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার আলো শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অনলাইনে ঘরে-ঘরে হাতের মুঠোয় চলে আসে। শিক্ষা হার বেড়ে যায়, সাক্ষরতা অভিযানের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ক্রমশ নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নানা সুযোগসুবিধার ছড়াছড়ি। যেন শিক্ষা বিস্তারের মহোৎসব চারিদিকে। সরকারি অনুদান, সাহায্য,সহানুভূতি, উৎসাহ,উপহার, পুরস্কার সব মিলে সেই উৎসবের দিকে তাকালে তার আয়োজন যেন প্রয়োজনকেও ছাপিয়ে গেছে । অথচ সেই উৎসবের আলোর নীচেই তার অন্ত্যজ অন্ধকার জেগে ওঠে, বিস্তারের মধ্যেই বিস্তর ফাঁক ও ফাঁক প্রকট ভাবে বেরিয়ে পড়ে। তখন সাক্ষরতার সঙ্গে স্বাক্ষরতার পার্থক্য গুলিয়ে যায় । শিক্ষা আর শেখার ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শিক্ষার আধারে কুশিক্ষার আঁধারকেই আলো মনে হয়!

আসলে আমাদের ডিগ্রিধারী শিক্ষা এখন ডিগ্রিসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। তাতে বিদ্যা ও শিক্ষার যোগ আমাদের আসল শিক্ষা থেকেই বিয়োগ করে চলেছে। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরীক্ষা কেন্দ্র মনে হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার্থী আর শিক্ষকশিক্ষিকাগণ পরীক্ষক। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কটাই বদলে গেছে। বিদ্যা লাভ থেকে শিক্ষা অর্জনের ধারণাই সেখানে উপেক্ষিত। সকলে ডিগ্রি নিতে আসে, নম্বরে মার্কশিট রাঙিয়ে জীবন রাঙাতে চায়। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মসংস্থানমুখী বা চাকরিমুখী শিক্ষার প্রসারে ডিগ্রির চাহিদা বেড়েছে, নম্বরের প্রতিযোগিতা আরও তীব্রতর হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার অভিমুখটাই শিক্ষাবিমুখ। কী শিখলাম বা কতটা শিখলাম সেখানে গৌণ, আসল তার কাগুজে রেজাল্ট। শিক্ষাও সেখানে পরীক্ষাকেন্দ্রিক। কী শেখা জরুরির চেয়ে কী করলে রেজাল্ট ভালো হবে সেদিকেই সবার নজর। সেজন্য শিক্ষায় মেড ইজি, সাজেশন থেকে টেস্ট পেপার, প্রশ্নবিচিত্রার বিজ্ঞাপনে বেশি নম্বর তোলার টোটকার প্রতি টাটকা সতেজতায় শিক্ষার অভিমুখটিই পরীক্ষার মার্কশিট রাঙানোতেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সারা বছরের শিক্ষার প্রমাণপত্র ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই প্রশ্নপত্রের উত্তরেই শংসাপত্র লাভ করে। সেখানে শিক্ষা লাভের শংসাপত্রের সঙ্গে শেখার বাস্তবতার গড়মিল অত্যন্ত প্রকট। মার্কশিটের নম্বরে শিক্ষার প্রমাণ তো দূরস্থান, তার সম্পর্ক মেলাতে গিয়ে শিক্ষার্থীই বিস্মিত হয়। 'কী করে এত নম্বর পেলাম'-এর বিস্ময় তার সাধারণ প্রশ্নের উত্তর না জানাতেই লোকের কাছে আরও বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সেই মার্কশিটের উপরে ভরসা থাকায় নিজেদের আভিজাত্য বোঝাতে আবার অ্যাডমিশন টেস্টের আয়োজন আমাদের প্রাপ্ত নম্বরের অযোগ্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যার প্রতি শিক্ষার্থীরই সন্দেহ জাগে, লোকের কাছে অবিশ্বাসের কারণ হয়ে ওঠে, তা দিয়েই আমাদের মার্কশিট রাঙানো শিক্ষা ব্যবস্থা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে চলেছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে সরকারের দৃষ্টি যত আন্তরিক, শিক্ষার ক্ষেত্রে তা ততটাই উদাসীন। স্কুলের পাকা দালান, পোশাক-আশাক, বইখাতা, এমনকি দুপুরের খাবার সবেতেই তার সুনজর। অথচ শিক্ষকের তীব্র অভাবেই তার কুনজর বেরিয়ে পড়ে। যেন উপযুক্ত শিক্ষা বাদে সেখানে সবকিছুতেই তার দরাজ দৃষ্টি। অন্যদিকে প্রাইভেট স্কুলের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার পরিচয় আরও প্রকট। সবকিছু স্কুল থেকে কিনতে হবে, শুধু শিক্ষাটা বাইরে থেকে নিতে হবে। ঐটি সেখানে শুধু মেলে না। রেজাল্টসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব মোচনে টিউশন থেকে কোচিং সেন্টারের চাহিদা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। সেখানে পরীক্ষা বৈতরণী পারের আয়োজন আরও সক্রিয়তা লাভ করে। যা ছিল বিদ্যালয়ের সম্পদ,তাই অচিরেই বাজারজাত পণ্য হয়ে ওঠে । অন্যদিকে বাজারে রেজাল্টটাই যখন জরুরি,তখন তাতে শিক্ষাক্ষেত্রগুলি নম্বর উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়। যে নম্বর ছিল মূল্যায়নের একক, তাই সময়ান্তরে অবমূল্যায়নের আধার হয়ে ওঠে। আর সেই আধারে অচিরেই আঁধার নেমে আসে। শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের বিপুল চাহিদায় উচ্চফলনশীল নম্বরধারীদের দৌরাত্ম্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কম নম্বরধারীরা সেখানে পিছিয়ে পড়ে,নিঃস্ব হয়ে যায়। সেখানে ধনীর শিক্ষার আড়ম্বরে গরিবের দারিদ্র প্রকট হয়ে ওঠায় শ্রেণী বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আবার পাশফেল তুলে দিয়ে সবাইকে পাশ করাতে গিয়ে সাক্ষরতার হার এগিয়ে যায়, শিক্ষা পিছিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে শিক্ষার লক্ষ্যও আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে ভেঙে ফেলে। লেখাপড়া শিখে বড়লোক হওয়ার ছকবন্দি ধারণা আরও প্রকট, আরও চাহিদাসম্পন্ন। সেখানে শিক্ষার প্রসারে স্বার্থপর ভোগী বড়লোকের সংখ্যা যত বেড়েছে, সামাজিক দূরত্ব তত শ্রীবৃদ্ধিমান, স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্ক তার ততই ভেঙে পড়ে। শিক্ষায় আত্মসম্মান অহঙ্কারী করে তোলে, বড়লোকিতে তার প্রকট প্রকাশ। অন্যদিকে শিক্ষার স্বাধিকারবোধ উগ্র হয়ে ওঠায় সমাজকে অস্বীকার করার প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় প্রতিবেশী থেকে আপন জনকেও পর করে তোলে। সেখানে সামাজিক দায়বদ্ধতাই উপেক্ষিত। অন্যদিকে পরিবারেও এসেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। বাবা মাকেও বড়লোক সন্তান পর করে তোলে, আত্মীয়স্বজনকেও চেনে না। ভোগী জীবনের আত্মসর্বস্ব প্রকৃতি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বিশেষত্ব। সেক্ষেত্রে যে শিক্ষা মানুষের জীবনে আলোর দিশারি হয়ে ওঠার কথা,তাই ক্রমশ অন্ধকারের পথে এগিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে না, ক্রমশ আরও দুর্বল করে তোলে, প্রতিযোগিতামুখর জীবনকেই দুর্নীতিতে সামিল করে। অর্জনের অভাবে আত্মবিশ্বাস জাগে না, আবার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য দুর্নীতি সক্রিয়তা লাভ করে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সুযোগ্য করে তোলে, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে রাখে। সেই শিক্ষার অভাব আজ চারিদিকে। সমাজে সীমাহীন দুর্নীতির মূলেও শিক্ষার আদর্শচ্যুতি অত্যন্ত প্রকট। সেখানে শিক্ষা সহযোগিতার আদর্শকে বঞ্চিত করে শুধু প্রতিযোগিতার মন্ত্র শেখায়, তা প্রতিযোগী মানসিকতা গড়ে তুললেও সহযোগী মানুষ গড়ে তোলে না। কেননা 'বাঁচো ও বাঁচাও'-এর মধ্যেই মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলে, মানবিকতাবোধ জেগে থাকে। প্রতিযোগিতা তো দক্ষতা বা যোগ্যতাই শুধু প্রমাণ করে না, ক্রমশ স্বার্থপর দৈত্যে পরিণত করে। মানুষ মানুষের জন্য'র আদর্শ সেখানে ব্যাহত হয়। এজন্য জরুরি সহযোগিতার শিক্ষাও। তবেই শিক্ষায় পূর্ণতা আসবে। তা না হলে সমাজে শুধু বৈষম্য বাড়বে না মানুষের ভেতরের পশুটিও আরও সহিংস হয়ে উঠবে,সময়ে সেই পশুটিকেও হারিয়ে দৈত্যের আবির্ভাব ঘটবে। কেননা বনের পশুরা আহারের বেশি শিকার করে না, মানুষ তার সীমাহীন ক্ষুধায় দুর্নীতির রাজত্ব শ্রীবৃদ্ধি করে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা রুজিরোজগারের অভাব পূরণ করতে না পারলেও অনন্ত ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। আর সেখানেই শিক্ষার অভাবে দুর্নীতির পাহাড় ক্রমশ পর্বত হয়ে উঠছে, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

অতুল প্রসাদ সেন: এক অনন্য সঙ্গীত প্রতিভা

এস ডি সুব্রত

যিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির আইনজীবী ব্যারিস্টার এবং সমাজসেবী ও উদারপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অথচ অন্তরে ছিল এক অনন্য দুর্লভ সঙ্গীতপ্রতিভার ফল্গুধারা এবং ছিলেন বাংলা ভাষাপ্রেমী তিনি অতুলপ্রসাদ সেন । অতুলপ্রসাদের জন্ম হয় ১৮৭১ খ্রি ২০ অক্টোবর বাংলাদেশের ঢাকা শহরে জন্ম। ১৯৩৪ সালের ২৬ অগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তাদের আদি নিবাস শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মগর গ্রামে। অতি অল্পবয়সেই অতুলপ্রসাদ পিতৃহারা হন। বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে অতুল প্রসাদ ভগবদ্ভক্ত, সুকণ্ঠ গায়ক ও ভক্তিগীতি রচয়িতা মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। পরবর্তীকালে মাতামহের এসব গুণ তার মাঝেও সঞ্চালিত হয়। বাংলা ভাষা সাহিত্যে ও সঙ্গীতের এক অতি পরিচিত নাম অতুল প্রসাদ সেন। তিনি বাঙালির পঞ্চকবির অন্যতম একজন। বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সঙ্গীতের একজন পথিকৃৎ তিনি। অতুল প্রসাদ একাধারে কবি, গীতিকার এবং গায়ক হিসেবে সর্বজন সমাদৃত। তবে বাংলাভাষীদের কাছে অতুল প্রসাদ সেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার হিসেবেই বেশি পরিচিত। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অতুল প্রসাদ তাঁর সমগ্র জীবনের উপার্জিত অর্থেরও বৃহৎ অংশ স্থানীয় জনকল্যাণে ব্যয় করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে, ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত কালপর্বে বাঙালি পেয়েছে চার জন কিংবদন্তি সুরসাধককে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন এবং অতুলপ্রসাদ সেন। কাজী নজরুলের আগমন আরও প্রায় তিন দশক পরে। বাংলা গানের জগতে তিনি এক বিশেষ রীতির প্রতিষ্ঠা করেন । এবং তিনি যে সব গানে সুর দিয়েছেন তা অতুলপ্রসাদী সুর নামে সুখ্যাত ।

গানের সংখ্যায় তিনি বাকি তিন জনের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতকীর্তির অনন্য অন্তর্লীন মায়া তাঁকে সকলের চেয়ে আলাদা করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনকালে লিখেছেন প্রায় দু'হাজার গান, পঞ্চাশ বছরের জীবনে ৫০০টি গান লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, এর মধ্যে বেশির ভাগ নাটকের গান। স্বল্পায়ু রজনীকান্ত সেনের মোটামুটি ২৯০টি গানের হিসেব পাওয়া যায়। আর তেষট্টি বছরের পার্থিব জীবনে অতুলপ্রসাদ লিখেছেন সাকুল্যে ২০৮টি গান। তাও বাংলার বাইরে বসে, ব্যস্ত কর্মজীবনের ফাঁক-ফোকরে। অতুলপ্রসাদ সেন আত্মজীবনী লিখে যাননি।ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলে অতুলপ্রসাদ কৈশোরে পিতৃহীন হয়ে সান্নিধ্য পেয়েছিলেন মাতামহ কালীমোহন গুপ্তের, সে যুগের বিখ্যাত গীতিকার ও গায়ক। বাবা রামপ্রসাদ সেনও ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। অতুলপ্রসাদের চেতনায় গান এসেছিল সেই সূত্রে।এক মামাতো বোন, বিখ্যাত গায়িকা সাহানা দেবীর কথা অনুযায়ী, অতুলপ্রসাদ প্রথম গান লেখেন চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে। গানটি ছিল 'তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া'। প্রথম যৌবনে কঠিন আঘাত পেয়েছিলেন মায়ের কাছে। তেতাল্লিশ বছরের বিধবা মা হেমন্তশশী বিয়ে করলেন ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাশকে। অভিমানী অতুলপ্রসাদ বিলেত গেলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। সালটা ১৮৯২। সেখানে থাকাকালীন বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সেখানে যান। অতুলপ্রসাদ প্রেমে পড়লেন মামাতো বোন, সুন্দরী, সুগায়িকা হেমকুসুমের। সমাজ-নিষিদ্ধ সম্পর্কে বিয়ের জন্য প্রতিবন্ধকতা এল যথেষ্ট। অতুলপ্রসাদ তার সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। আইনজ্ঞ অতুলপ্রসাদ তাঁর কর্মগুরু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পরামর্শক্রমে স্কটল্যান্ড চলে যান। সেখানকার আইনে এ রকম বিয়েতে বাধা ছিল না। সেখানে ১৯০০ সালে মামাতো বোন হেমকুসুমকে বিয়ে করেন অতুলপ্রসাদ। বিলেতবাসে ভাগ্যের সহায়তা মেলেনি। সেখানে পসার জমাতে পারেননি অতুলপ্রসাদ। তীব্র অর্থকষ্ট হয়ে ওঠে নিত্যসঙ্গী। সেখানে তাঁদের দু'টি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, যাদের মধ্যে এক জন খুব কমবয়সেই মারা যায়। ১৯০২ সালে জীবিত পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন অতুলপ্রসাদ। তখন আত্মীয়-স্বজন কেউ তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। সেখান থেকে লখনউ চলে যান তাঁরা। এই পর্বে দ্বিতীয় স্বামী দুর্গামোহনের মৃত্যুর পর তাঁদের সংসারে ফিরে আসেন অতুলপ্রসাদের মা হেমন্তশশী। শাশুড়ি হিসেবে তিনি ছিলেন বধূকণ্টকী প্রকৃতির। শাশুড়ি-বৌমার তীব্র বিসম্বাদ নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে ওঠে। হেমন্তশশী ও হেমকুসুমের দ্বন্দ্ব মেটেনি কখনও। হেমন্তশশীর মৃত্যুর পর ঘরে তাঁর ছবি টাঙানো ছিল। তা সরিয়ে ফেলার দাবি তোলেন হেমকুসুম। মায়ের ছবিকে অসম্মান করতে নারাজ হলেন অতুলপ্রসাদ। তীব্র বিরাগে হেমকুসুম চিরকালের জন্য স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যান, আর কখনও ফেরেননি। পারিবারিক সংঘাতে দীর্ণ অতুলপ্রসাদকে মেনে নিতে হল ব্যর্থ দাম্পত্যের অভিশপ্ত জীবন। স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করা হল না। প্রিয়-বিরহের পথ ধরে জীবনে গান এল আরও প্রবল ভাবে। গান হয়ে উঠল তাঁর নিত্য সহচর। অন্তর-মথিত করা অব্যক্ত এক বেদনা হয়ে উঠল তাঁর গানের আধার। মাত্র ২০৮টি গানের সম্পদ দিয়ে শান্ত , নিরহঙ্কার মানুষটি বাংলা গানের ভুবনকে দিয়ে গেছেন অপার ঐশ্বর্য। প্রকৃতির গান, স্বদেশচেতনার গান, ঈশ্বর-নিবেদিত সঙ্গীত, প্রেমগীতি এবং বিবিধ; এ ভাবেই স্বচ্ছন্দে তাঁর গানের বিষয় বিভাজন করা যায়। গানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতো গোছানো মানুষ ছিলেন না অতুলপ্রসাদ। তাই আসরে তাঁর গান গাওয়া হলে অনেকেই ভুল করে ভাবতেন রবীন্দ্রগান। লাজুক গীতিকবির জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে ১৯২৫ সালে প্রথম গ্রন্থিত হল তাঁর 'কয়েকটি গান'। পরে ১৯৩১ সালে 'গীতিগুঞ্জ', আরও পরে স্বরলিপিসমৃদ্ধ 'কাকলি'। সাময়িক বছরখানেকের বিরতি বাদ দিলে ১৯০২ সাল থেকে আমৃত্যু অতুলপ্রসাদ ছিলেন লখনউয়ের মানুষ। সেই সুবাদে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গীত-সংস্কৃতি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর গানে। বাংলা গানে ঠুংরি, গজলের আমদানি মূলত তাঁর হাত ধরে। বাংলা কথাচিত্রে গজলের মধুর-করুণ রসের স্বাদ বাঙালি এর আগে পায়নি। এ ধারায় উল্লেখ করার মতো গান; 'ভাঙ্গা দেউলে মোর কে আইলে এলো হাতে', 'কে তুমি ঘুম ভাঙালে', 'তব অন্তর এত মন্থর', 'ক্রন্দসী পথচারিণী' ইত্যাদি। ঠুংরি-ঘরানার গান 'শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদল রাতে আয় কে গো ঝুলিবি আয়' অথবা কাফি-খাম্বাজের মিশ্রণে ঠুংরি চালের 'বাদল ঝুম ঝুম বোলে' বা 'বঁধু ধরো ধরো মালা পরো গলে'-র মতো সব আসর জমানো গান। গীতিকবিতায় উত্তরপ্রদেশের লোকগান, যেমন কাজরি, লাউনি ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগ করে গানের মধ্যে সুরবৈচিত্র এনেছেন। লাউনি ছাঁদের গান 'কে গো গাহিলে পথে' আর 'কেন এলে মোর ঘরে' শ্রোতাদের বরাবর মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। কাজরি চলনের একটি গান 'জল বলে চল, মোর সাথে চল' অতুলপ্রসাদি গায়ক-গায়িকাদের অন্যতম পছন্দের গান। গানের স্রোতে ভেসে বাংলা গানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন খেয়াল, দাদরা নানা ধরনের হিন্দুস্থানি রাগপ্রধান গানের, তারই ফলশ্রুতি 'সে ডাকে আমারে', 'যাব না যাব না ঘরে', 'আমার বাগানে এত ফুল' প্রভৃতি গান। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গাঁধী থেকে শুরু করে সমকালের শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের বহু সুরসাধক। জীবনের বেশির ভাগ সময় বাংলার বাইরে থেকেও ভোলেননি দেশজ বাউল-কীর্তন, ভাটিয়ালি গান। বাউল গান রচনায় সিদ্ধহস্ত লিখলেন, 'আর কতকাল থাকব বসে' অথবা 'মনরে আমার তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়'। আবার কীর্তনধারার গানেও বিলিতি ব্যারিস্টার সমান স্বচ্ছন্দ। এ তালিকায় স্মরণ করা যেতেই পারে 'যদি তোর হৃদযমুনা হল রে উছল ভোলা' কিংবা 'ওগো সাথী মম সাথী'-র মতো আকুল করা গান। ধ্রুপদাঙ্গের গান তুলনায় কম রচনা করলেও তার ঐশ্বর্য বড় কম নয়, এ রকমই একটি গান 'ক্ষমিও হে শিব আর না কহিব, দুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম'। গত শতকের অনেক চলচ্চিত্রে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল তাঁর গান। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ দাবি করে 'একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলেম নয়নজলে' গানটি। নিজের গানে বেশি ওস্তাদি তান-ঢং লাগানো পছন্দ করতেন না। তরুণ পাহাড়ী সান্যালকে এ কারণে বহু বার নিষেধও করেছিলেন। গান রচনা করতে পারতেন যে কোনও পরিবেশে, আদালতে কাজের ফাঁকে দিব্যি লিখেছেন, 'ওগো আমার নবীন শাখী'-র মতো প্রেমের গান। রবীন্দ্রযুগে বাস করে, রবি-অনুরাগী হয়েও তাঁর গান ছিল রাবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, সে প্রভাব ছিন্ন করতে পারেননি আর এক সেন-বংশীয় সুরসাধক, রজনীকান্ত সেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে অতুলপ্রসাদ লিখেছেন দু'টি বিশেষ গান, 'প্রভাতে যারে নন্দে পাখি' এবং 'জয়তু জয়তু কবি'। বিশিষ্ট আইনজীবী এবং অবসরে সুরসাধক; এটুকু বললে, অতুলপ্রসাদের ব্যাপকতর পরিচয় প্রকাশিত হয় না। নিজের প্রবাসী পরিচয় মিথ্যে করতে বার বার তাঁর কলমে, সুরে তুলে এনেছেন মনকাড়া দেশাত্মবোধক গান 'বলো বলো সবে', 'প্রবাসী চল রে দেশে চল'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ভাষাকেন্দ্রিক মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধাদের অন্যতম প্রাণের গান হয়ে উঠেছিল 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা'। বাংলা ভাষা আর স্বদেশ, এই দুইয়ের ওপর তাঁর ছিল নাড়ির টান। প্রথম যৌবনে ভেনিসে গন্ডোলা-চালকের গানের সুরে মোহিত অতুলপ্রসাদ স্বদেশের কথা ভেবে লিখলেন কালজয়ী গান 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'। প্রবাসে বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে গড়ে তুললেন 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন', প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হয়ে সম্মিলনের মুখপত্র 'উত্তরা' প্রকাশে তাঁর ভূমিকা হল সর্বার্থেই বিশিষ্ট। উর্দুচর্চার পীঠস্থান উত্তরপ্রদেশ, বিশেষ করে লখনউয়ের বহু স্কুলে বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য দানের ঝুলি উপুড় করে দিলেন। বেহাগ, সিন্ধু, কাফি, পিলু, ভৈরবী, সাহানা, হাম্বীর, আশাবরী অজস্র হিন্দুস্থানি রাগের আধারে রচিত গানের ভেতর দিয়ে সুরসাধক অতুলপ্রসাদের চির-বৈরাগী, ঈশ্বর-সমর্পিত মনটিকে স্পষ্ট চিনে নেওয়া যায়। বাস্তবেও তাঁর সমকালের মানুষ চিনতে ভুল করেননি গুণী মানুষের সঙ্গকাঙাল, উদারচিত্ত, বন্ধুবৎসল ব্যারিস্টার সেনসাহেবকে। তাঁর মৃত্যুর খবরে স্তম্ভিত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ৎতিনি এক সুরলোক থেকে অন্য সুরলোকে গমন করেছেন।দ সেই সঙ্গে অসঙ্কোচে অতুলপ্রসাদের মানব-হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন কবিতায়; 'ছিল তব অবিরত/ হৃদয়ের সদাব্রত/ বঞ্চিত করোনি কভু কারে/ তোমার উদার মুক্ত দ্বারে...'। লখনউ শহরের সারস্বত-সমাজ জানত, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার সেনসাহেবের মনের তারগুলো বড় মমতায় বাঁধা। দেশের মাটিতে, দেশের দরিদ্র, অসহায় মানুষের সেবায় ভালবেসে অকাতরে দানধ্যান ছিল তাঁর জীবনব্রত। সেই সাধনার কথাই সহজিয়া ভঙ্গিতে বলে গেছেন তাঁর গানে; 'সবারে বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে'।

১৯৩৪ সালের ২৬ অগস্ট তাঁর মৃত্যুর পর চিতাভস্মের কিছু অংশ বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা সাব-ডিভিশনের গাজীপুর জেলায় কাউরাইদ গ্রামে, সুতিয়া নদীর তীরে এক ব্রাহ্মমন্দির সংলগ্ন সমাধিস্থলে সমাহিত হয় চিতাভস্ম। স্মৃতিফলকে লেখা হয়েছিল বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসার কথা, 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।' অতুলপ্রসাদের মাতামহ ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ গুপ্তর কাছারি বাড়ি ছিল কাউরাইদ গ্রামে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনা আক্রমণে সে ফলক চূর্ণ হয়ে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে নতুন ফলকে এল অন্য গানের কথাচিত্র, 'আমার যে শূন্য ডালা তুমি ভরিও/ শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও'।

গঙ্গার ভাঙনে ২০টি দোকান, বেশ বাড়ি নদীগর্ভে, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অসময়ে মানিকচকের গঙ্গার ভাঙনে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াল। মঙ্গলবার ভোরে এই গঙ্গার ভাঙনের জেরে কমপক্ষে ২০টি দোকান এবং বেশ কয়েকটি টিন ও টালির ছাদ দেওয়া বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় মানিকচক গঙ্গার ঘাট এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এদিন ভোর থেকেই ব্যাপক হারে গঙ্গার ভাঙন হয়েছে। বেশ কিছু দোকানঘর এবং কাঁচা বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। আচমকা নদী ভাঙনের সময় দোকান ও ঘরবাড়ি থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী বার করার সুযোগ পাননি অনেকেই। ফলে অনেক পরিবারকে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। অবিলম্বে যাতে প্রশাসন ভাঙন ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়, সেই দাবিও করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, সোমবার মানিকচকের গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শনে এসেছিলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মানুষ ভুঁইয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী এবং জেলা প্রশাসনের কর্তারা। মন্ত্রীর পরিদর্শনের ২৪ ঘণ্টার পর নতুন করে গঙ্গার ভাঙনের জেরে দিশেহারা অবস্থা মানিকচক ব্লকের গঙ্গা ঘাট এলাকার বাসিন্দাদের।

সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা রেজাউল করিম, বরকত আলি, ফিরোজ শেখদের বক্তব্য, নভেম্বর মাসের দিকে গঙ্গার ভাঙন হওয়ায় সকলকেই ঘাবড়ে দিয়েছে। এই সময় ভাঙন হওয়ার কথা নয়। কিছুদিন আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ বন্যার কবল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করার মাঝেই এই ভাঙনে আবারো নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় এলাকার এক দোকান মালিক ছোটন প্রামানিক বলেন, 'ভোর থেকে কয়েকশো মিটার ভাঙনের জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমার একটি ফাস্টফুডের দোকান ছিল। সেটি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। অনেক টাকার সামগ্রিক লোকসান হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।'

মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, 'এদিন প্রায় দেড়শো মিটার গঙ্গা ঘাট এলাকা জুড়ে ভাঙন হয়েছে বলে শুনেছি। প্রশাসনকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে। ওই এলাকার গঙ্গার ঘাট থেকেই বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রচালিত নৌযান চলাচল করে। ফলে সেখানে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট রয়েছে। সপ্তাহে একদিন হাটবারও বসে। কিন্তু আচমকা ভাঙন শুরু হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। পুরো বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।'

মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, 'ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নতুন ভাবে কাজ করার কথা মালদা এসে জানিয়ে গিয়েছেন সেচ দপ্তরের মন্ত্রী। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারেরা ভাঙন পরিস্থিতির প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে এদিনের গঙ্গার ভাঙ্গনের বিষয়টি শুনেছি। দ্রুত যাতে ভাঙন প্রতিরোধ করা যায় সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

তিন বছর আগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের শ্রেণিকক্ষ না হওয়ায় হতাশ খানাকুলবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তিন বছর আগে ভয়াবহ বন্যায় স্কুলের নতুন বিল্ডিং ভেঙে পড়েছিল। আবারও ২০২৪ সালের ভয়ঙ্কর বন্যায় স্কুলের টিকে থাকা পুরানো বিল্ডিংটি হেলে পড়েছে। বেহাল পরিস্থিতি স্কুলের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও শ্রেণিকক্ষ তৈরি হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। এই চিত্র দেখা যাচ্ছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ঠাকুরানিচক বাগপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। স্কুলের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। আতঙ্কিত ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবকেরা। স্কুলের বারান্দায় পাশাপাশি খোলা আকাশের নীচে খেলার মাঠে চলছে ক্লাস। ক্ষোভে ফুটছে এলাকার মানুষ। এই বিষয়ে অভিভাবিকা উত্তরা বাগ কুন্ডু বলেন, 'বন্যার সময় স্কুলের বিল্ডিং ভেঙে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা আতঙ্কে থাকে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অবিলম্বে নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা প্রয়োজন।' মামনি মন্ডল নামে আর একজন অভিভাবিকা বলেন, 'কী করব আমাদের কিছু করার নেই। সন্তানদের পাঠিয়েও ভয় লাগে। ভাঙা বিল্ডিংয়ে পঠনপাঠন চলছে। কিন্তু স্কুলের তো পাঠাতে হবে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে হবে। আমরা গরিব মানুষ তাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারব না। সরকার যদি কোনও ব্যবস্থা করে তা হলে ভালো হয়।'

২০২১ ও ২০২৪ সালের বন্যায় ভেঙে পড়েছিল ঠাকুরানিচক বাগপাড়া। এই গ্রামেই অবস্থিত, একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর থেকে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। নতুন কোন স্কুল বিল্ডিং তৈরি হয়নি। স্কুলের বেহাল দশার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ওই স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র ভর্তি করছেন অভিভাবক অভিভাবিকারা।

প্রধান শিক্ষিকা বিপাশা মাঝি বলেন, 'বিভিন্ন ভাবে সরকারি দপ্তরের দরখাস্ত করেছি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য। কিন্তু সুরাহা হয়নি। বহু অভিভাবক তাদের সন্তানদের অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কিছু করার নেই। কোনও বিল্ডিং তৈরি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে বারান্দায় ও খোলা আকাশের নীচে পঠনপাঠন চালাতে হচ্ছে।' তবে এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি বলেন, 'খুব শীঘ্রই বিল্ডিং তৈরির পরিকল্পনা করা হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল হিসেবে ওই স্কুলটিকে তালিকাভুক্ত করা হবে। আশা করি তাড়াতাড়ি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা যাবে।' খোলা আকাশের নীচে পঠনপাঠন হওয়ায় পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকেরা।

খনি অঞ্চলের গৌরব তৃতীয়বার ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষক মিলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অ্যাকশনধর্মী সিনেমা দেখতে যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে সাধারণত মার্শাল আর্ট অর্থাৎ কুংফু-কারাটে সিনেমার আবেদন সবসময়ই অন্যরকম। কেননা, অধিকাংশ সময় অস্ত্র ছাড়া হাত-পায়ের সাহায্যে কিংবা মাঝে মাঝে অস্ত্র নিয়ে অনেকটা শৈল্পিক কায়দায় ফাইটিং দৃশ্যগুলো দর্শকদের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতির সঞ্চার করে। জ্যাকি চ্যান, ব্রুস লি, জেট লি, টনি জা, ডনি ইয়েন সহ আরও অনেক অভিনেতার এরকম ফাইটিং দৃশ্যগুলো দর্শকের নজর কাড়ে অতি সহজে।

মার্শাল আর্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে আর্ট অফ মার্শাল অর্থাৎ 'যুদ্ধের শিল্প'। মার্শাল আর্ট বলতে আসলে বোঝায় যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশল। এই পদ্ধতি কখনও কখনও সংহিতাবদ্ধ অর্থাৎ কিছু সূত্রবদ্ধ অথবা কখনও কখনও সূত্রবদ্ধ নয় অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে এসব বিভিন্ন ধরনের মার্শাল আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরিক ভাবে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা এবং যে কোনও ধরনের ভয়ভীতির প্রতি রুখে দাঁড়ানো।

সাধারণত বড় বড় শহরের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে অতি সহজে। তবে বর্তমানে গ্রামগঞ্জও নেই পিছিয়ে। অণ্ডাল থানার উখড়া এলাকার মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষক মিলন বাদ্যকর। সম্প্রতি দেশের হয়ে

মার্শাল আর্ট কোচ হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন থাইল্যান্ডে। ২০২৪ এর ১১ নভেম্বর ব্যাংককের থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় ১৯তম ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে অর্গানাইজেশনের সিন কিউ সিন্ কাই শ্রেণির ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা ও সেমিনারে বিশেষ থেকে অতিথি ছিলেন ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে অর্গানাইজেশনের ওয়ার্ল্ড প্রেসিডেন্ট ও ওয়ার্ল্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট। এ প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশের মোট ৩২ টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিলেন। ভারত থেকেও তিনজন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন থাইল্যান্ডের এই প্রতিযোগিতায়। যদিও ভারতের হয়ে সে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি প্রতিযোগীরা। তবে একেবারে খনি অঞ্চল থেকে সুদূর ইউরোপের দেশে পাড়ি দিয়ে বিদেশি প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেদের এই মার্শাল আর্ট শৈলিকে আরও তীক্ষ্ণ করে আগামী দিনে ভারতের হয়ে পদক আনার ইচ্ছে হয়েছে তাদের।

ভারতের হয়ে যে তিনজন প্রতিযোগী থাইল্যান্ডে গিয়েছিল তাদের কোচ হিসাবে গিয়েছিলেন উখড়া এলাকার মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষক মিলন বাদ্যকর। তিনি বলেন, বিদেশের মাটিতে গিয়ে খেলাধুলো করতে আর্থিক ভাবে সেভাবে কোনও সাহায্য সরকার বা অন্য কোথাও পাননি। তাদের নেই কোনও স্পনসরও, সম্পূর্ণ নিজেদের তাগিদেই তাঁরা বিদেশের মাটিতে পাড়ি দিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ২০২৬ এ চিনের সাংহাইয়ে রয়েছে ২০তম এশিয়ান ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। সেখানে অংশ নিয়ে সেখান থেকে ভালো ফল করতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেছেন। কিছুদিন আগে কেরলে হয়েছিল ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে তার তিনজন ছাত্র অংশ নিয়েছিল এবং তিনজনই চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসে।

বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ক্যারাটে প্রশিক্ষক মিলন বাদ্যকর বলেন, বর্তমানে স্কুলের ছেলে মেয়েরা মোবাইলের গেমে ব্যস্ত। শারীরিক বিকাশ এবং আত্মরক্ষার তাগিদেই প্রত্যেকটি স্কুল পড়ুয়া থেকে কলেজ পড়ুয়া প্রত্যেকেরই মার্শাল আর্ট শিখে রাখা প্রয়োজন। তাতে যেমন শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে অন্যদিকে মোবাইলের প্রতি আসক্তিও কমবে।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

টপসেল মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানি রেজিস্ট্রার কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে কোম্পানি রেজিস্ট্রার চেন্নাই অধিক্ষেত্র অধীন "তামিলনাড়ু রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

টপসেল মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩

টপসেল মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড 'এর পক্ষে
স্বা/-
কোডাবাটিকান্তি ভেঙ্কটা নরসীমাহ চারুলু
ডিন-১০০৭৭০১৫
অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর

তারিখ : ২০.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

বিধাননগর পৌরনিগম, বিধাননগর বিজ্ঞপ্তি

বিধাননগর পৌরনিগম নিজেদেরকে সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত মলত্যাগ এবং উন্মুক্ত মুত্রত্যাগ মুক্ত (ODF+) পৌরনিগম হিসাবে ঘোষনা করতে চলেছে। আমরা বিধাননগর পৌরনিগমের পক্ষ থেকে সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি যে বিধাননগর পৌরনিগম একটি সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত মলত্যাগ এবং উন্মুক্ত মুত্রত্যাগ মুক্ত (ODF+) পৌরনিগম। এই মর্মে যদি কারোর কোন অভিযোগ / আপত্তি থাকে তাহলে অবশ্যই আগামী ২০/১১/২০২৪ থেকে ০৪/১২/২০২৪ মধ্যে পৌরনিগমের প্রতিটি বোরো কার্যালয়ে (সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা) অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি সমাধান করার পর পৌরনিগম অবশেষে নিজেকে (ODF+) পৌরনিগম হিসাবে ঘোষনা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

তাং ঃ ২০.১১.২০২৪

কমিশনার
বিধাননগর পৌরনিগম

এসবিআই জগৎবল্লভপুর শাখা (১১৩৮৮)
পোস্ট - বড়গাছিয়া, হাওড়া, পিন-৭১১৪০৪
ই-মেইল: sbi.11388@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

লোন এ/সি নং ৩০৮২৯০৫৮২৭৫ (সিসি), ৩৯৫৪০৯৪৩১৯০ (জিইসিএল), ৪০৬৭১৪৮২৮৪৪ (এফআইটিএল)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জগৎবল্লভপুর শাখা (১১৩৮৮)** -র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৩.০৭.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স বিশ্বকর্মা উডেন ফার্নিচার অ্যান্ড বেডিং সেন্টার, স্বত্বাধিকারী- সন্দীপ কুমার ধারা,পিতা- নিমাই চন্দ্র ধারা, বড়গাছিয়া ইউনিট, পোস্ট- বড়গাছিয়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১১৪০৪। রেসিডেন্সি গ্রাম-শিয়ালডাঙ্গা, পোস্ট- জগৎবল্লভপুর, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৪০৪** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৮,৩৮,৫১৯.০০ টাকা (আট লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো উনিশ মাত্র) ১৩.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল এবং চূড়ান্ত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদ এবং দণ্ডনীয় সুদ। আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদির সাথে উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯ নভেম্বর, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **৮,৩৮,৫১৯.০০ টাকা (আট লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো উনিশ মাত্র) ১৩.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জগৎবল্লভপুর শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

জেলা হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, মৌজা- বনকুল, পোস্ট- বড়গাছিয়া এ অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং-আই- ২৬৪৬/০৭ জেএল নং-৭, দাগ নং-১৬৭, এলাকা-০৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি, হাল এলআর খতিয়ান নং ২৪৩০ **সন্দীপ কুমার ধারার নামে আছে।**

চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে- প্রদীপ ধারার সম্পত্তি; **দক্ষিণে-** মিহির ধারার সম্পত্তি; **পূর্বে-** তপন সাধুখাঁ এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে-** নয়ানজালু এবং তারপর হাওড়া-আমতা রোড দ্বারা।

২০০৭ সালের দলিল নং- আই-২৬৪৬, ভলিউম নং- ৪, পৃষ্ঠা ১১১৪ থেকে ১১২৫ পর্যন্ত, বুক-আই, এডিএসআর- বড়গাছিয়া, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-তে সম্পত্তিটি শ্রী সন্দীপ কুমার ধারার নামে নিবন্ধিত আছে।

তারিখ: ১৯.১১.২০২৪
স্থান: জগৎবল্লভপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৃন্দাবনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
গ্রাম+পোঃ বৃন্দাবনপুর, থানা-ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ,
পিন-৭৪২৪০৬ রেজিঃ ১০৬, তারিখঃ ২০.১১.১৯৬১

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বৃন্দাবনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ১৫/১২/২০২৪ রবিবার সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় বৃন্দাবনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের নিমিত্ত একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় ARO কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী নির্ঘণ্ট অনুযায়ে নির্বাচন প্রকিয়া সম্পূর্ণ হইবে। অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্যাগণ কে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছো।

উল্যেখ্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত চূড়ান্ত নির্বাচন তালিকা সংযোজিত হইতেছে যাহা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং সমিতির নোটিস বোর্ডে প্রদর্শিত হইবে।

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা: (১) অসংরক্ষিত আসন সংখ্যা: ৬, (২) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা (মহিলা) :২ , (৩) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা (তফশিলি জাতি/উপজাতি) : ১, মোট-৯ জন

নিয়মাবলী: ১। মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিনের পূর্বে নির্বাচন পদপ্রার্থীর সদস্য পদ ১ বছর হতে হবে। ২। সমিতিতে কোনো প্রকার ঋণ খেলাপি থাকা চলবে না। ৩। পরিচালক গন সমবায় সমিতির সকল সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন ।

নির্বাচন নির্ঘণ্ট

ক্র . নং.	নির্ঘণ্ট	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১	আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র বিতরন	২১-১১-২০২৪ - ২২-১১-২০২৪	সকাল ১০ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস কক্ষ	ARO
২	প্রার্থীর বা প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনয়ন পত্র দাখিল	২২-১১-২০২৪ - ২৪-১১-২০২৪	সকাল ১০ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস কক্ষ	ARO
৩	মনোনয়ন পরীক্ষা এবং বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা	২৫-১১ -২০২৪	বেলা ১ টা তালিকা প্রকাশ ৪ টা	সমিতির অফিস কক্ষ	ARO
৪	প্রাথীর লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২৬-১১ -২০২৪	বেলা ৩ টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস কক্ষ	ARO
৫	চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	২৬-১১ -২০২৪	বেলা ৪ টা	সমিতির অফিস কক্ষ	সমিতির অফিস
৬	প্রতীক চিহ্ন বিতরণ (প্রয়োজন বোধে)	২৭-১১ -২০২৪	সকাল ১০ টা থেকে দেওয়া হবে	সমিতির অফিস কক্ষ	ARO
৭	ভোট গ্রহণ (আবশ্যিক ক্ষেত্রে)	১৫-১২-২০২৪	১০টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস কক্ষ	ARO
৮	ভোট গণনা ও ভোটের ফলাফল প্রকাশ	১৫-১২-২০২৪	ভোট গণনার পর	সমিতির অফিস কক্ষ	ARO

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমুহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমুহের নিয়মাবলী ২০১১, সমবায় নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয়পত্র, সমিতির সচিত্র পাসবই অথবা বৈধ সচিত্র পরিচয়পত্র ভোটদান কেন্দ্রে সঙ্গে আনবেন। আরো প্রকাশ থাকে যে তপশিলি জাতি বা উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মনোনয়ন পত্র জমা দেবার সময় জাতিগত সংসাপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি জমা দিবে।

স্বা/- সৌমভা মুখোপাধ্যায়, (বিশেষ আধিকারিক),
বৃন্দাবনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ▲ ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **(১) মেসার্স পি এস এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী সংস্থা/ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী - শ্রী রণধীর চৌধুরী)** ৩৭/১২/১, নাকতলা রোড, অরবিন্দ নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭ **এবং** ২এ, পুটিয়ারি ব্যানার্জি পাড়া রোড **আরও ঠিকানা** - ভি-৫৩/২১, নাথ পাড়া বহরমপুর (বৈশালি পার্কের নিকট) কলকাতা - ৭০০০৮৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনা **২) শ্রী রণধীর চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী ভোলানাথ চৌধুরী, পুষ্প ভিলা, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া, গোটবেরিয়া লায়ন্স ক্লাব নরেন্দ্রপুর, ভিটিসি - রাজপুর সোনারপুর (এম), পোস্ট এবং থানা - নরেন্দ্রপুর, সাব ডিস্ট্রিক্ট সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১০৩ **এবং** ভি-৫৩/২১, নাথ পাড়া বহরমপুর (বৈশালি পার্কের নিকট) কলকাতা - ৭০০০৮৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং **৩) শ্রী কমল চৌধুরী (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা ভোলানাথ চৌধুরী, টাওয়ার - ৩, ১০ই, ৫৮ এম জি রোড, কলকাতা - ৭০০০৪১ **এবং আরও ঠিকানা** - ভি-৫৩/২১, নাথ পাড়া বহরমপুর (বৈশালি পার্কের নিকট) কলকাতা - ৭০০০৮৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনা লোন অ্যাকাউন্ট **গড়িয়া বাজার শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৪,৭৯,০৫০.৫৩ টাকা** (চুয়াত্তর লাখ উনআশি হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তিপান্ন পয়সা) **২০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়া বাজার শাখার** নিকট বকেয়া **৭৪,৭৯,০৫০.৫৩ টাকা** (চুয়াত্তর লাখ উনআশি হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তিপান্ন পয়সা) **২০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট স্কিম প্লট নং ১৯, মৌজা : এলাচি, জেএল নং ৭০, তৌজি নং ১০০, আরএস নং ২২৩, আরএস দাগ নং ২০৩৯, খতিয়ান নং ৫৯৭, এলআর দাগ নং ২০৮৪, খতিয়ান নং ৩১২৫, ৩০৯৯ , অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০২, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, রাজপুর সোনারপুর (এম) অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : স্কিম প্লট নং ৩০, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, পূর্বে : স্কিম প্লট নং ২০, পশ্চিমে : ১৬ চওড়া পুরসভা সড়ক।

তারিখ :১৮.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
পবিত্র এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**পবিত্র এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২১.০৪.২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U45400WB2007PTC115273
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৩২/৭, সাহাপুর কলোনি নিউ আলিপুর, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৫৩
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৪.১১.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৩.০৫.২০২৫ সিআইআরপি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অভিত কুমার সিং IBBI/IPA-001/IP-P02380/2021-22/13564
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	অভিত কুমার সিং, abhit1981@hotmail.com অভিত কুমার সিং ২৮৯ জি টি রোড, বিষ্ণু বাটিকা, ব্লক - ৪, ফ্ল্যাট ১এ, বেলুড় হাওড়া - ৭১১২০২
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	অভিত সিং অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ২ বি টি এম সরণি, গোবন্দি ভবন, ৮ম তল, রুম নং ১১ডি, কলকাতা - ৭০০০০১ cirp.pavitraenclave@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ১৪ দিন
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	আইআরপি-এর নিয়োগ ১৪.১১.২০২৪ শ্রেণির নাম - প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. ৩.
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - ক্রম নং ১০ উল্লিখিত	Web link:https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে (কর্পোরেট ডেটরের নাম) কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ) ।

পবিত্র এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৮.২২.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর : অভিত কুমার সিং
তারিখ এবং স্থান : ১৯.১১.২০২৪/কলকাতা

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮ ৯৮০৮/২২৪৮ ৮১৭৩ ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com,

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (**'কোম্পানি'**) এর সদস্যদের ধারা ১১০ এর সাথে পড়া ১০৮ এর বিধান অনুসারে দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, আইন, ২০১৩, (**'অ্যাক্ট'**) (আপাতত বলবৎ কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা এর পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪, (**'বিধি'**) এর ২০ এবং ২২ বিধি সহ পড়ুন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এর রেগুলেশন ৪৪, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিদের দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (**'এসএস-২'**) ভারতের, প্রতিটি সংশোধিত হিসাবে, সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে পড়ুন ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার দ্বারা জারি করা হয়েছে (এর পরে সমষ্টিগতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৪ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (পরবর্তীতে 'সেবি সার্কুলারসমূহ') জারি করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান, এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিশেষ রেজোলিউশন অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ('পোস্টাল ব্যালট') মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের।

কোম্পানি মঙ্গলবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পূর্বোক্ত পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের নাম **১৫ নভেম্বর ২০২৪ ('কাট-অফ তারিখ')** সদস্যদের/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে এবং যার ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত।

পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসার উত্তর খামের সাথে নোটিশের ফিজিক্যাল কপি এমসিএ সার্কুলারে প্রদত্ত ছাড়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ডাক ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jaibalajigroup.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই ইন্ডিয়া লিমিটেড **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**।

কোম্পানি তার সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ :

ই-ভোটিং শুরু	**বুধবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা (আইএসটি)**
ই-ভোটিং শেষ	**বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫টা (আইএসটি)**

এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। এই সময়ের মধ্যে, **শুক্রবার ১৫ নভেম্বর ২০২৪** (কাট-অফ-তারিখ) পর্যন্ত ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। রেজোলিউশনের উপর ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি সংশোধন করতে পারবেন না। ভোটের অধিকারগুলি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার ১৫ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে সদস্যদের ধারণকৃত ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তিনি তথ্যের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করবেন।

কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ নিয়োগ করেছে মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, কলকাতা (FRN : P2010WB042700), একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে।

স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পরিচালিত ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও অবহিত করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jaiblajigroup.com** এ আপলোড করা হবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্দেশিত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের সম্মতি **(পক্ষে)** বা ভিন্নমত **(বিরুদ্ধে)** পদ্ধতির মাধ্যমে রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা নোটের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত প্রশ্ন/অভিযোগের সমাধানের জন্য যোগাযোগের বিবরণ, যদি থাকে শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩, ইমেল **helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং: এফ ৬২৮৫

তারিখ: ১৯ নভেম্বর ২০২৪
স্থান: কলকাতা

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, বিশাখাপত্তনম
ডোর নং - ২৬-১৫-১৫০, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, চাঙ্গালরাওপেটা, বিশাখাপত্তনম - ৫৩০০০১, এ.পি.
ফোন : ০৮৯১-২৫৩৭৭৯২/৮২, মোবাইল : ৯৩২৪৫১৭২৯১ ইমেল : ubin0817295@unionbankofindia.bank

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে
ঋণগ্রহীতার প্রতি বিক্রয় নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি :
১) মেসার্স ডেকান ইস্পাৎ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), রেজি. অফিস ২১, সরকার বাই লেন, সোনী হাউস, কলকাতা : ৭০০০০৭। **২) মেসার্স ডেকান ইস্পাৎ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)**, স্থানীয় অফিস ৪র্থ তল, সত্য সূর্য কমপ্লেক্স, দ্বারকানগর, বিশাখাপত্তনম , **৩) শ্রী অরিকিরেভুলা নারায়ণ মূর্তি**, ডোর নং ৪-৪৬-১২, মেন রোড, পেডা ওয়ালটেয়ার কলোনি, বিশাখাপত্তনম, **৪) শ্রী অশোক কুমার যোশী**, ৭৩, ডি ব্লক, বাঙ্গুর এভিনিউ , কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ , **৫) শ্রী সঞ্জয় দাস**, ১৩৯/২, প্রতিভা স্কুল, শোব্বাবরম, বিশাখাপত্তনম, **৬) প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীবি লাল আগরওয়াল-এর আইনি উত্তরাধিকারী শ্রী সঞ্জীব আগরওয়াল পিতা প্রয়াত চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল**, ডোর নং ৪-৬৯-২৭, লাউসনস বে কলোনি, বিশাখাপত্তনম, **৭) প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীবি লাল আগরওয়াল-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ: শ্রী রাজীব আগরওয়াল, পিতা শ্রী চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল**, ডোর নং ৪-৬৯-২৭, লাউসনস বে কলোনি, বিশাখাপত্তনম, **৮) প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীবি লাল আগরওয়াল-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ : শ্রীমতী সুশীলা দেবী আগরওয়াল, স্বামী প্রয়াত চিরঞ্জীব লাল আগরওয়াল**, ডোর নং ৪-৬৯-২৭, লাউসনস বে কলোনি, বিশাখাপত্তনম, **৯) শ্রী কপিল শেঠী**, এ, ৩৯৩, সরিতা বিহার, নিউ দিল্লি-১১০০৪৪। **১০) মেসার্স ট্রু উডস প্রা লিমিটেড কোম্পানি**, ডি নং : ৯-১৯-৫৬/৩/৩, ৩য় তল, সিবিএম কম্পাউন্ড, ভিআইপি রোড, বিশাখাপত্তনম

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য মেসার্স ডেকান ইস্পাৎ প্রা লি এর সম্পত্তি বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতা, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে ধারা ১৩(২) অধীনে ০৩.১০.২০১৭ তারিখে দাবি নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে **১৬.০৭.২০১৮ তারিখের** দখল নোটিশে উল্লিখিত মতে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব দখল নিয়েছেন।

জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল নেওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের নিকট আপনারা আদায় দেননি। ফলে অনলাইন মারফত নোটিশ গ্রহণের তারিখ থেকে **৩০ দিনের** মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সাধারণ নিলাম মাধ্যমে বিক্রি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রি, সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল, ই-নিলাম প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার বিস্তারিত ইত্যাদি আপনাদের পৃথকভাবে জ্ঞাত করা হবে।

সুতরাং আপনারা ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় সহ বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখের পূর্বে প্রদান করেন তবে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির জন্য পরবর্তীতে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে আপনাদের সম্পত্তির উদ্ধার করতে পারবেন।

সম্পত্তির তপশিল

নগর বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট, চারতলায়, লেভেল -৫, " সত্য সূর্য কমপ্লেক্স", টিএস নং ৬৫৩ থেকে ৬৮৩, প্লট নং ২৬৯এ, ২৬৪এ, বিশাখাপত্তনম, হাউস বিল্ডিং সোসাইটি, চাঁদু সুইটস আপার, আলিপুরম ওয়ার্ড, দ্বারকানগর, জিভিএমসি, আরটিসি কমপ্লেক্স এর নিকট, বিশাখাপত্তনম : ৫৩০০১৬ **(বিক্রয় দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির বিবরণ : দলিল নং ২২৭১/২০০০, ২২৭২/২০০০ এবং ২২৭৩/২০০০ তারিখ ২৬.১২.২০০০)**। চৌহদ্দি : উত্তরে : গায়ত্রী কম্পিটিটিভ অ্যাকাডেমি, দক্ষিণ, খোলা জায়গা, করিডর এবং গায়ত্রী কম্পিটিটিভ অ্যাকাডেমি, পশ্চিম, খোলা জায়গা, **যোগাযোগ : ১৭,৭২৫০৫৪, ৮৩,৩০৬৩৭৩।**

তারিখ : ১৪.১১.২০২৪, স্থান : বিশাখাপত্তনম

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

Chola Enter a better life
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি-৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডিস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে, ২০০২ সালের ধারা ১৩(২) অধীনে নিম্নোক্ত দাবি নোটিশের তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণকে **(নাম এবং ঠিকানা নিচে বর্ণিত)** এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	কমলেন্দু দাস কেয়া দাস উভয়ের ঠিকানা : মনস্বী আবাসন বেড়াবেড়িয়া পশ্চিম বাগনান, বাগনান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সেনকো গোল্ড, বাগনান, ৭১১৩০৩। আরও ঠিকানা : মনস্বী আবাসন, ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তলে, দক্ষিণপূর্ব দিকে, মৌজা : বাগনান, জেএল নং ৬০, আরএস দাগ নং ১০০৬, এলআর দাগ নং ৯৮৭, আরএস খতিয়ান নং ১২৫, এলআর খতিয়ান নং ২৫০০, ২২০৭, ২২০৬, ২৩৬২, থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, সেনকো গোল্ড, আমতা ২, ৭১১৩০৩।	১৯.০৮.২০২৪	২৮৯৯৩০৫ টাকা (আঠাশ লাখ নিরানব্বই হাজার তিনশ পাঁচ টাকা) লোন অ্যাকাউন্ট নং LAP3CDN000060195 ১৪.০৮.২০২৪ অনুযায়ী	ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, মনস্বী আবাসন, আরএস দাগ নং ১০০৬, এলআর দাগ নং ৯৮৭, আরএস খতিয়ান নং ১২৫, এলআর খতিয়ান নং ১৪৯০,২৮৯৩, ২৫০০, ২২০৬, ২২০৭ এবং ২৮৯২, জেএল নং ৬০, মৌজা : বাগনান, থানা : বাগনান, জেলা : হুগলি, বাগনান ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পিন ৭১১৩০৩, উত্তরে : সিঁড়ি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট, পূর্বে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট।	দখলের তারিখ - ১৪.১১.২০২৪

তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

ট্যাব কাণ্ডে ইসলামপুর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল মালদার হবিবপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সাবির আলম। তাঁর বাড়ি ইসলামপুরে। মঙ্গলবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার কোচবিহারের দিনহাটার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোজিৎ বর্মনকে গ্রেপ্তার করার পরই সাবির আলমের নাম জানা যায়। এরপরই সোমবার রাতে সাবির আলমকে ইসলামপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশি জেরায় ধৃত সাবির আলম জানিয়েছেন, তিনি বিভিন্ন ধরনের ছোটখাটো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কর্মসূত্রে ইসলামপুর এলাকার এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। সেই ব্যক্তি সাবির আলমের অ্যাকাউন্টটি ভাড়া নেওয়ার জন্য কিছু টাকা দেন। আর সেই টাকার লোভে পড়েই ধৃত সাবির আলম ওই ব্যক্তিকে তাঁর নিজের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বরটি ব্যবহার করতে দেন। ওই ব্যক্তি বলেছিলেন তাঁর মাটি কাটার টাকা ঢুকবে সাবির আলমের অ্যাকাউন্টে। তবে রাজ্য সরকারের ট্যাবের টাকা যে তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢুকবে সেটা জানা ছিল না। তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলেই আদালতে যাওয়ার পথে দাবি করেছেন ধৃত সাবির আলম। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে ইসলামপুরের জনৈক ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে আনা যাচ্ছে না। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে মালদা আদালতে।

গ্রামীণ হাসপাতালে দালালচক্রের দৌরাত্ম্যের অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় গ্রামীণ হাসপাতালের দালাল চক্রের দৌরাত্ম্যের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা সুশান্ত সিংহ নামে এক রোগীর ও তার আত্মীয়দের সরকারি হাসপাতালের ভুয়ো কর্মী পরিচয় দিয়েই বাইরের একটি প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার থেকে শারীরিক নানান ধরনের পরীক্ষা করানো হয় বলে অভিযোগ। পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে ওই রোগীর স্ত্রী দয়মন্তী সিংহ পুরো বিষয়টি গ্রামীণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুরের নয় মাইল এলাকার বাসিন্দা দময়ন্তীদেবী তাঁর স্বামী সুশান্ত সিংহের প্রচণ্ড জ্বর হওয়ায় বুলবুলচণ্ডি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। আউটডোর থেকে নেমে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকতেই দালাল চক্র ঘিরে ধরে ওই রোগীর আত্মীয়কে বলে অভিযোগ। এরপরই তাড়াতাড়ি ভর্তি করে দেওয়া হবে এবং রোগীর অবস্থা আশঙ্কা জনক এই বলে একাধিক পরীক্ষার কথা বলা হয়। ওই মহিলা ভাবেন তারা হাসপাতালেরই কর্মী। এই ভেবে তাদের সাথে গিয়ে একটি ল্যাবে তার স্বামীর রক্তসহ একাধিক পরীক্ষা করানো হয়। বিনিময়ে ৮০০ টাকা নেওয়া হয়। পরে দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন ওই রোগীর পরিবার।

গৃহবধূ দময়ন্তী মণ্ডল বলেন, দুইজন ব্যক্তি নিজেদের বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী বলে মিথ্যা পরিচয় দেয়। এরপর তাদের খপ্পরে পড়েই সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে বাইরের একটি প্যাথোলজিক্যাল সেন্টারে ৮০০ টাকার বিনিময় স্বামীর শারীরিক পরীক্ষা করায়। পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানায় সেই সময় হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীর তাড়া খেয়ে ওই দুই ব্যক্তি পালিয়ে যায়।

এদিকে পুরো বিষয়টি জানতে পেরে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডাঃ সুদীপ্ত ভাদুরী। তিনি বলেন, বুলবুল চণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালের বিষয়টি নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীর আত্মীয়েরা ছাড়াও বহিরাগতরা প্রবেশ করছে। হাসপাতালে চারিদিকে বাউন্ডারি ওয়াল নেই যার ফলে অনেকেরই আনাগোনা হচ্ছে। এই ধরনের দালাল চক্র ঠেকাতে খুব শীঘ্রই জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

চার ঘণ্টার প্যারোলে খোলা আকাশের নীচে সংশোধনাগারের সাজাপ্রাপ্ত বন্দি শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সাতদিনব্যাপী খাদ্যমেলার ডিআইজি (বহরমপুর) নবীন সাহার বিশেষ উদ্যোগে আবার চার ঘণ্টার প্যারোল পেয়ে খোলা আকাশের নীচে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা শিল্পীরা, বর্ধমান উৎসব ময়দানে খাদ্যমেলার সন্ধ্যাকালীন সংস্কৃতি উৎসবে অংশগ্রহণ করল।

বর্ধমান জেলার আন্তর্জাতিক নৃত্যশিল্পী মেহবুব হাসান তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। তাঁর প্রশিক্ষণে আজ তারা নৃত্যশিল্পী। তাদের নৃত্যের ভঙ্গিমা বা মুদ্রার ব্যবহার,অভিনয় নৃত্যকে সুন্দর করেছে। শিল্পীদের পরিবেশনা দিন দিন প্রানবন্ত হয়ে উঠছে। এবারের মেলা প্রাঙ্গণ মঞ্চে তা বোঝা গেল।

সাজাপ্রাপ্ত বন্দি শিল্পীদের নিবেদনে ছিল লোক নৃত্য, উপ শাস্ত্রীয় নৃত্য, সৃজনশীল নৃত্য। মেহবুব হাসানের ভাবনা ও পরিচালনায় মন দে উড়ান শীর্ষক নৃত্য আলেখ্য পরিবেশন হয়। উদ্বোধনী নৃত্য সত্যম শিবম সুন্দরম সঙ্গীতের ওপর অপূর্ব উপস্থাপনা মুগ্ধ করে উপস্থিত দর্শকদের। একে একে নৃত্য উপস্থাপনায় ছিল বন পাহাড়ি সাজে, ধিতাং ধিতাং বলে, দিল চিস কিয়া, প্রেম রতন, অসমীয়া লোকনৃত্য। অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদনে ছিল গভীর অরণ্যে বসবাসকারী মানুষদের ভাবনা নিয়ে শিকারী নৃত্য।

তাদের পোশাক, রূপসজ্জা ও নৃত্য পরিবেশনার ভাবনা দেখে উপস্থিত দর্শক প্রসংশা করে নৃত্য শিল্পী মেহবুব হাসানের। তাঁর নিরলস পরিশ্রম জেল বন্দিদের প্রকৃত শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলছেন। দু'টি একক নৃত্যে মানুয়া মজুমদার মুদ্ধ করে। অলকানন্দা রায় যে ধারা শুরু করে ছিলেন তাতে জল সিঞ্চন করে চলছে বর্ধমানের মেহবুব হাসান। এবার মেলায় মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনগরের ১৪ জনের একদল সুন্দর ছৌ নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দেয়। তাদের পরিবেশনায় ছিল ক্রিয়াত অর্জুনের যুদ্ধ ও অর্জুনের বাসুবত অস্ত্র লাভ। ছৌ নৃত্যে অর্জুন, গণেশ ও নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় ও নৃত্য করে দয়াল প্রামাণিক, কিমেদ সিং মুডা ও কানাই প্রামাণিক।

উপস্থিত ছিলেন ডি আই জি (বহরমপুর) নবীন সাহা, বর্ধমান সুপার সৌভিক সরকার, জেলার সম্রাট ভট্টাচার্য সহ সংশোধনগরের আধিকারিকগণ। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হল অমিত বাউরি, শেখ ইসরাইল, অশোক মেটে, মুক্ত মেটে, সাধন লেট, উৎপল দাস, মানুযা মজুমদার,কুসুম কুমারী, সেলিমা খাতুন, তনু মাল, বৈশাখী দাস।

ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিনের সন্ধ্যায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: মঙ্গলবার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিনে সান্ধ্যকালীন রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল হাওড়ার শ্যামপুরের দেওরায়। উল্লেখ্য, এদিন হাওড়ার কয়েকটি জায়গায় ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিন পালন করা হয়। তার মধ্যে দেওড়ায় শ্যামপুর দু'নম্বর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে সকালে ইন্দিরা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সন্ধ্যায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ ভান্ডারী, শ্যামপুর ২ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আতিয়ার রহমান খান, কংগ্রেস নেতা আব্দুল কালাম নাজির প্রমুখ।

ইন্দিরা গান্ধির ১০৮তম জন্মদিবস পালন কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ১০৮তম জন্মদিবস পালন করল কাঁকসা ব্লক কংগ্রেস। প্রতিবছরের মতো এবারও পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে ইন্দিরা গান্ধির মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সম্মাননা জানান জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা। পাশাপাশি কাঁকসা ব্লক জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন পানাগড় বাজারে তাদের দলীয় কার্যালয়ে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন কংগ্রেস কর্মীরা। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি, জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা এবং শেখ ফিরোজ, কাঁকসা অঞ্চল মহিলা সভানেত্রী রিনা শর্মা, ব্লকের প্রবীণ নেতা রবি সিংহ, ব্লকের যুবনেতা শেখ বাবুল এবং কাঁকসা অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর সৌ সহ অন্যান্য জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা।

সীমান্তে ৫.৯ কেজি সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: সীমান্তে ৪.৩৬ কোটি মূল্যের ৫.৯ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। গ্রেপ্তার হওয়া বিজেপির দাবি, ধৃত ব্যক্তির বাবা পালটা দাবি, তৃণমূল নেতা নয় তবে

উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা গাইঘাটার ভারত-বাংলাদেশ কেজি সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তিকে নিয়ে তরজার রাজনৈতিক তৃণমূল নেতা অন্যদিকে তৃণমূলের তৃণমূল সমর্থক।

সীমান্তের কর্তব্যরত বিএসএফের জওয়ানরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একটি উল্লেখযোগ্য সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তেঁতুলবেড়িয়া বর্ডার ফাঁড়ির (০৫ তম ব্যাটালিয়ন) কর্মীরা পাঁচ পোঁতা আঁচলপাদা গ্রামে একটি অভিযান পরিচালনা করে। তাঁরা ৫.৯ কেজি ওজনের ৫০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে যার মূল্য ৪.৩৬ কোটি টাকা ছিল ঘটনায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে।জানা গিয়েছে, বিএসএফ জওয়ানরা সন্দেহজনক স্থানে চলে যান। বাড়ির কাছে বিএসএফ দলকে দেখে অভিযুক্ত পিছনের গেট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। জওয়ানরা শূন্যে এক রাউন্ড গুলি চালায় ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে চোরাচালান কারবারি। ঘটনাস্থলে অভিযুক্তকে তল্লাশি করে কালো কাপড়ের বেল্টে মোড়ানো ৫০টি সোনার বিস্কুট পাওয়া যায়, যা একটি সিন্থেটিক ক্যারিব্যাগে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আটক ব্যক্তিকে সোনা সহ ওই ব্যক্তিকে পরবর্তী তদন্তের জন্য তেঁতুলবেড়িয়া সীমান্ত ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে কলকাতার রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তরের (ডিআরআই) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সোনা সহ গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অভিযোগ পালটা অভিযোগ। বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছে, গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের বাবা তৃণমূল নেতা। অন্যদিকে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব দাবি করছে, ওই ব্যক্তি তিন বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে তৃণমূল সমর্থক কিন্তু নেতা নন। বিএসএফের গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এই চক্রের সঙ্গে আর কেউবা কারা যুক্ত রয়েছে কিনা। এই চক্রের জাল কতদূর বিস্তার রয়েছে এবং মাথা কোথায় রয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
২য় এবং ৩য় ফ্লোর১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট-৪ {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার/শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা:** জনাব আব্দুল সফিক সেখ **শাখা:** যোধপুর পার্ক	২৬.০৭.২০২৪ এবং ১৬.১১.২০২৪	৩৯,৫৪,৩৫৪.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট তিনতলায় পরিমাণ ৮৩০ বর্গফুট, অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৫৫এ,সুইনহো লেন, কসবা, কলকাতা ৭০০০৪২, ওয়ার্ড নং ৬৭-কেএমসি,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অংশ সিএস দাগ নং ৫৪৭ এবং ৫৪৮, সিএস খতিয়ান নং ৪৬০এবং ৬৮৪, থানা র ওল্ড সদর টালিগঞ্জ, যাদবপুর বর্তমানে কসবা, পরগনা খ াসপুর, কালেক্টরেট তৌজিনং১৪৫, আরএস নং ২৩৩, জেএল নং ১৩, মৌজা কসবা, অংশ ওয়ার্ড নং ৬৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সম্পত্তি আবদুল সফিক শেখ পিতা রহিচ আলি শেখ এর নামে। **চৌহদ্দি: সম্পত্তি পরিবেষ্টিত উত্তরে**: খোলা জায়গা, **দক্ষিণে**: অন্যান্যর ফ্ল্যাট এইচ৬, সিঁড়ি, **পূর্বে**: প্রবেশ পথ, খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা দ্বারা।
২.	**ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা:** শ্রী সর্বজিৎ মজুমদার **শাখা:** যোধপুর পার্ক	২৬.০৭.২০২৪ এবং ১৬.১১.২০২৪	৩২,৬৫,০৪৮.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ১ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (গ্যারেজ ব্যতীত) ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৫মতলে, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮৭৫ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ৬৪, ইটালগাছা,বস্তি রোড, অরবিন্দ সরণি,ইন্দিরা গান্ধি স্কুলের নিকট,ওয়ার্ড নং১১, পো : ইটালগাছা, থানা : দমদম ,দমদম পুরসভা অধীন,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৮, মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ২৯৭৯, খতিয়ান নং ১২১/৭, দমদম পুরসভা অধীন। **চৌহদ্দি : সম্পত্তি পরিবেষ্টিত উত্তরে:** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে:** সিঁড়ি, লিফট এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **পূর্বে:** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে:** খোলা জায়গা দ্বারা।
৩.	**ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা:** জনাব সরদার রফিক ও মিসেস সালমা সরদার **শাখা:** যোধপুর পার্ক	২৬.০৭.২০২৪ এবং ১৬.১১.২০২৪	৩৯,০১,১১৭.০০ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ এক হাজার একশো সতেরো টাকা মাত্র)	গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের (ফ্ল্যাট নম্বর এইচ-১) সকল যার পরিমাপ ৯৩৪ বর্গফুট ও অবস্থান- কেএমসি প্রেমিসেস নং১৫৫ এ সুইনহো লেন কসবা কলকাতা ৭০০০৪২ কেএমসি এর ৬৭ নং ওয়ার্ডের অধীনে জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) সিএস দাগ নং ৫৪৭ এবং ৫৪৮ এর অধীনে সিএস খতিয়ান নং ৪৬০ এবং ৬৮৪ থানা- পূর্বতন সদর টালিগঞ্জ যাদবপুর এখন কসবা, পরগণা খাসপুর কালেক্টরেট তৌজি নং ১৪৫, আরএস নং ২৩৩, জেএল নং ১৩, মৌজা কসবা কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন। সম্পত্তিটি সরদার রফিকের নামে আছে। **চৌহদ্দি : সম্পত্তি পরিবেষ্টিত উত্তরে:** সাধারণ পথ দ্বারা, **দক্ষিণে:** অন্যান্য ফ্ল্যাট, সিঁড়ি দ্বারা, **পূর্বে:** প্রবেশদ্বার দ্বারা, সাধারণ প্যাসেজ, **পশ্চিমে:** সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা।
৪.	**ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা:** শ্রীমতী উমা ঘোষ **শাখা:** যোধপুর পার্ক	২৬.০৭.২০২৪ এবং ১৬.১১.২০২৪	২৮,৯৯,১২৯.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশো উনত্রিশ টাকা মাত্র)	৫ কাঠা ১ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমি ও বহুতল ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা গোরুই জেএল নং ১৬ এ অবস্থিত, আরএস নং ২৪ তৌজি নং ১৭২ সিএস খতিয়ান নং ১৪৫ খন্ড খতিয়ান নং ১২১ ক খ গ হাল খতিয়ান নং ৬২০ এলআর খতিয়ান নং ১২২, ৭০২,১৩৫৬,১৪০২, আরএস দাগ নং ৪ এবং ৪/৩৩৭ এর সাথে সম্পর্কিত দক্ষিণ দম দম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং ৮২ সেখানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং ১০৩ দ্বিতীয় ফ্লোরে (৮৬৫ বর্গ ফুট) গ্রাউন্ড ফ্লোরে গাড়ি পার্কিং (১৮৬ বর্গফুট নং ১সি উত্তরমুখী) সহ, বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং ২ থানা- দম দম, দক্ষিণ দম দম পৌরসভার অধীনে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা -৭০০০৬৫। সম্পত্তিটি শ্রীমতী উমা ঘোষের নামে রয়েছে স্বামী-অরূপ কুমার ঘোষ। **চৌহদ্দি: সম্পত্তি পরিবেষ্টিত উত্তরে:** লবি, লিফ্ট এবং সিঁড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে:** খোলা আকাশ দ্বারা, **পূর্বে:** অন্যদের ফ্ল্যাট দ্বারা, **পশ্চিমে:** খোলা আকাশ দ্বারা ।

তারিখ : ১৬.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ
এতদ্বারা একটি নোটিশ দেওয়া হল যে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল পরিশোধ এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছে এবং বলেছে যে সুবিধাগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেটে পরিণত হয়েছে। ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ (২) ধারা অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানাগুলিতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে বলে তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

ক) ঋণগ্রহীতাগণ খ) জামিনদাতাগণ গ) বন্ধকদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা ঘ) লো এ/সি নং	ঋণ/অনুমোদনের সীমা/প্রাপ্ত পরিমাণ (টাকা)	ক) এনপিএ তারিখ খ) ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ টাকায়	বন্ধকদত্ত সম্পত্তি/দায়বদ্ধ সম্পদের বিস্তারিত
১. **শ্রী ইসলাম শেখ** (পিতা শ্রী ইমান শেখ), বনমালীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৬৩। ২. **শ্রী ইসলাম শেখ** (পিতা শ্রী ইমান শেখ) দিয়া লিটিল টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং সি-২, (পূর্ব-পশ্চিম দিকে)রাম চন্দ্র পথ, চুনরিপাড়া, কাঁটাধর, ইছাপুর, উত্তর বারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১৩১৪৪। ৩. **শ্রী ইসলাম শেখ** (সিই হোল্ডার-মেসার্স সরিফা এন্টারপ্রাইজ), (বিক্রেতা-নন ফুড আইটেম-চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি) ৩৭, তপসিয়া রোড, ব্লক ই, । ৪. **সঞ্জয় ভট্টাচার্য** পিতা প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য, (জামিনদাতা) ১০১ , সতীন সেন নগর, বরহনগর, আইএসআই, পো: আইএসআই, কলকাতা:পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০১০৮। **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৪২৭৬০৭১৪।**	২১.৯৬ লাখ টাকা	ক) ০৫.১১.২০২৪ খ) ০৮.১১.২০২৪	২২,২৫,৩১৬.০০ টাকা	বন্ধকদত্ত সম্পদ : **সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭৪৫৬৯৬৩৩: জামিনদত্ত আইডি : ৪০০০৭৩১৫৮০৩২।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি-২, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (মধ্য অংশ) চতুর্থ তলে, পরিমাণ কমবেশি ৬১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক ব্যালকনি এবং এক বারান্দা/ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট হোল্ডিং নং ২৪৬, ওয়ার্ড নং ১৩, উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, রাম চন্দ্র পথ, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৪। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ চওড়া রাম চন্দ্র পথ, **দক্ষিণে :** গঙ্গাপদ পারা এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** নীরেশ গোস্বামীর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ঋষিকেশ চক্রবর্তীর সম্পত্তি।
১. **শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য,** ০১৪, নতুনপল্লি, বোলপুর, বোলপুর পুরসভা, থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩১২০৪। ২. **শ্রী ব্রজ গোপাল ভট্টাচার্য,** ০১৪, নতুনপল্লি, বোলপুর, বোলপুর পুরসভা, থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩১২০৪। শ্রীমতি **তৃপ্তি ভট্টাচার্য,** ০১৪, নতুনপল্লি, বোলপুর,বোলপুর পুরসভা, থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩১২০৪। **শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য,** বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতল, ১৪৪২,সার্ভে পার্ক, থানা : সার্ভে পার্ক,কলকাতা : ৭০০০৭০। **লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৫০৫০৫৯৬৮৭৩৭, ৭৩০২৮৫৬৫৯৪, ৭০২৫৯৯৯৬১৫**	৩১,৯০,০০০ টাকা ১৫,০০,০০০ টাকা ৩,২০,০০০ টাকা	ক) ০৫.১১.২০২৪ খ) ০৬.১১.২০২৪	৪৩,৩৮,৬৩৬ টাকা	**বন্ধকদত্ত সম্পদ: সারসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৬৫৫৪৬৮৮০: জামিনদত্ত আইডি : ৪০০০৬৪৬৬০৩৮৩।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, অবস্থিত চতুর্থতলে, উত্তর-পূর্ব -দক্ষিণ দিকে (সামনের অংশে)পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০২ বর্গফুট , ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা এবং এক মাঝারি মাপের কার পার্কিং স্পেস, এক তলায়, পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত পুর প্রেমিসেস নং ১৪৪২, সার্ভে পার্ক, কলকাতা :৭০০০৭০, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৯, থানা: সার্ভে পার্ক, অবস্থিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি স্কিম প্লট নং ২ এবং ২/১ , মৌজা: রাজাপুর, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৪, কালেক্টরেট তৌজি নং ১০৩, সিএস দাগ নং ৯৮১/৯৮৭, সিএস খতিয়ান নং ২৯৪, আরএস দাগ নং ১০২৭,আরএস খতিয়ান নং ২৬১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৯, প্রেমিসেস নং ১৪৪২, সার্ভে পার্ক, থানা : সার্ভে পার্ক, সাব রেজিস্ট্রি/ এডিএসআর অফিস শিয়ালদহ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জোন : নন্দন কানন থেকে নন্দন কানন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি স্কিম প্লট নং ১, **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** জমি স্কিম প্লট নং ১, **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া রাজাপুর রোড। সম্পত্তি শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য, শ্রী ব্রজ গোপাল ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি তৃপ্তি ভট্টাচার্যর নামে।

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৮.১১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১. **শ্রীমতি পৌলমী মজুমদার,** স্বামী শ্রী শান্তনু মজুমদার, ১৭৭/১, জি টি রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি/পার্ক প্লাজা, ফ্ল্যাট নং ৪০১, ৫মতল, ৫৮/ডি,জে এন লাহিড়ী রোড, পো এবং থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২২০১, পশ্চিমবঙ্গ। ২. **শ্রী শান্তনু মজুমদার,** পিতা শৈলেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ১৭৭/১, জি টি রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি/পার্ক প্লাজা, ফ্ল্যাট নং ৪০১, ৫মতল, ৫৮/ডি,জে এন লাহিড়ী রোড, পো এবং থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২২০১, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : শেওড়াফুলি**	৩১.০৮.২০২৪ এবং ১৯.১১.২০২৪	**১৫,৪৩,৯৪৬ টাকা** (পনের লাখ তেতাল্লিশ হাজার নশো ছেচল্লিশ টাকা) ৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ৩১.০৮.২০২৪ থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২৮ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৫৮২ বর্গফুট) কমবেশি ফ্ল্যাট নং ৪০১, ৫মতলে, 'পার্ক প্লাজা' বহুতল ভবনে , মৌজা : বল্লভপুর, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ১৭৬/২৪১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩, এলআর দাগ নং ৪৯৯,এলআর খতিয়ান নং ১৮৬১ এবং ১৮৬২, আরএস দাগ নং ১৭৫/২৩১৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৩, এলআর দাগ নং ৫০৯, এলআর খতিয়ান নং ১৮৬১ বেং ১৮৬২, এবং অন্য খতিয়ান নং ৩২৪৬, শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৫৮/ডি,জে এন লাহিড়ী রোড,পো এবং থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি,রেজিস্ট্রিকৃ বিক্রয় দলিল নং ২০৯১-২০১৯ সালের তারিখ ২২.০৫২০১৯, এডিএসআর শ্রীরামপুর,পৌলমী মজুমদার এবং শান্তনু মজুমদারের নামে।

তারিখ- ১৯.১১.২০২৪, স্থান- শেওরাফুলি স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১০.১২.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০৩.১২.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

আগ্রহী দরদাতাগণ কেবল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য দর দিতে পারেন। যাইহোক, জমি এবং ভবনের সহিত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি একত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। শুধু জমি এবং ভবন বিক্রি করা হবে না।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১০.১২.২০২৪** সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**
সংশ্লিষ্ট **৯,৯৫,১১,২১২.০৩ টাকা (নয় কোটি পঁচানব্বই লাখ এগার হাজার দুশো বারো টাকা এবং তিন পয়সা) (৩১.০৩.২০১৫ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা ১) শ্রী অলোক কুমার মিত্র ২) শ্রী অসীম কুমার মিত্র কর্পোরেট জামিনদাতা - শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং - ১ : ২.১৬ কোটি টাকা এবং বায়না জমা ২১,৬০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং - ২ : ৪ লাখ কোটি টাকা এবং বায়না জমা ৪০,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১,০০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৩.৪৬ একর জমি এবং তদস্থিত কোল্ড স্টোরেজ ভবন মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি. এর নামে, অবস্থিত থানা : বিষ্ণুপুর, মৌজা : আপার আমডহরা, জেএল নং ১৪৬, সিএস/আরএস খতিয়ান নং ২৯ এবং ৩০, আরএস প্লট নং ২৩৫, ২৩৬, এলআর প্লট নং ১৭২, ১৭৩(অংশ) দলিল নং ১-১,২,৩,৪,৫,৬,৭ এবং ৮ -১৯৮৮ সালের। সম্পত্তি বর্তমানে চৌহদ্দি : পূর্বে : কৃষকের জমি, পশ্চিমে : গ্রাম পঞ্চায়েত সড়ক, উত্তরে : অংশত প্লট নং ১৭২, কোল্ড স্টোরেজের নামে বিভাজিত নয়। দক্ষিণে : বাঁকাদহ গ্রাম।
সম্পত্তি নং ২ : মেসার্স বিজয় নারায়ন কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি. এর প্লান্ট এবং মেশিনারি স্ক্র্যাপ হিসেবে।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**
সংশ্লিষ্ট **৯,৪১,০০,০০০.০০ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা ১) শ্রী অলোক কুমার মিত্র ২) শ্রী অসীম কুমার মিত্র এবং কর্পোরেট জামিনদাতা - মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ (প্রা.) লি.**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং - ১ : ৩.৩০ কোটি টাকা [(ক) ৩.০৬ কোটি টাকা + (খ) ২৪.০০ লাখ টাকা)] এবং বায়না জমা ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা [(ক) ৩০.৬০ লাখ টাকা + (খ) ২.৪০ লাখ টাকা]
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১,০০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১, ক) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি., গ্রাম/পো : সিহড়, জেলা : বাঁকুড়া, থানা :কোতুলপুর, মৌজা : সিহড়, জেএল নং ১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫৫ এবং ৩৮৯, আরএস প্লট নং ৫২৭৯,৫২৮০,৫২৮১, ৫২৮২, ৫২৮৩,৫২৮৪,৫২৮৬, ৫২৮৭,৫২৮৮,৫২৮৯,৫২৯০, ৫২৯১, ৫২৯২,৫২৯৩, ৫২৯৪, ৫৩০৬, ৫২৮১/৫৫১৬,৫২৮১/৫৫১৭,৫২৮১/৫৫১৮, ৫২৮৩/৫৫১৯, দলিল নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭,৫৯৪৯, ৫৯৫০, ৫৯৫৪,৫৯৬০,৫৯৬১ অনুযায়ী জমি এবং ভবন সম্পদ বিক্রিয়। সম্পত্তি শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি. এর নামে ২০০২ সালের সারফেসি আইন /আরডিএফবিআই আইন ১৯৯৩ অধীনে।মোট জমির এরিয়া ১.৫১ একর।
খ) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি. এর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সম্পদ বিক্রয়, গ্রাম /পো :সিহড়, জেলা : বাঁকুড়া ৭২২১৬১ ঠিকানায়, ১৯৯৩ সালের আরডিএফবিআই আইন/২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে উক্ত ঠিকানায় থাকা (স্ক্র্যাপ হয়ে যাওয়া)।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**
সংশ্লিষ্ট **২১,৭১,৯৪১.০০ টাকা (২৮.০৯.২০২২ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রীমতী করবী চৌধুরী** স্বামী শুভঙ্কর চৌধুরী-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
২১.০৩ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,১০,৩০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত একতলায় 'কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট' ভবনে ফ্ল্যাট নং জিএফ-৪, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৬৭ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম,এক ডাইনিং তথা লিভিং, এক কিচেন এবং দুই টয়লেট (একটি সংলগ্ন) এবং এক ঢাকা গ্যারাজ একতলায় গ্যারেজ নং ১, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এবং সকল সুবিধাদি এবং পরিষেবা সমন্বিত, অবস্থিত কোন্নগর পুরসভা অধীন পুরসভা হোল্ডিং নং ২১/এ রাম মোহন প্লেস, পো : কোন্নগর, ওয়ার্ড নং ১৭,থানা : উত্তরপাড়া,জেলা : হুগলি,দলিল নং ০৩৭৩/২০১৭, করবী চক্রবর্তীর নামে।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৪ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**
সংশ্লিষ্ট **২৬,৩০,০০০.০০ টাকা ১৮.০২.২০২২ অনুযায়ী** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স নিউট্রাহিল ক্যুইসাইন ফুড প্রোডাক্টস প্রা. লি. এবং ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণ ১) শ্রী রবি শংকর বাগ ২. শ্রীমতী শিখা বাগ**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং - ১ : ২৩.১৩ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,৩১,৩০০.০০ লাখ টাকা
সম্পত্তি নং - ২ : ৭.৬৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৭৬,৫০০.০০ লাখ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪.১২ ডেসিমেল বা ০২ কাঠা ০৭ ছটাক ৪১ বর্গফুট বা ১৭৯৬ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৯৫৩ বর্গফুট ,মৌজা : গোবিন্দপুর, জেএল নং ৯৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৩৫ (চালু নং ২৫৭৬), আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪৯, নসীবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সিঙ্গুর,জেলা : হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ৫২৮/২০১০, রেজি. ডিএসআর-২, হুগলি , শ্রীমতি শিখা বাগ, স্বামী তারাপদ বাগ এর নামে।
সম্পত্তি ২: প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত গ্রাম : দিয়ারা,মৌজা : গোবিন্দপুর, থানা : সিঙ্গুর, নসীবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৪৯, প্রেমিসেস মেসার্স নিউট্রাহিল কুসন ফুট প্রোডাক্ট প্রা লি.স্থিত।
প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির বিস্তারিত : ১ : অটোমেটিক প্যাকিং মেশিন, ২. বয়লার, ৩. হিট চেম্বার, ৪. আয়রন ট্রে ট্রলি, ৫. ট্রে ড্রায়ার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৫ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**
সংশ্লিষ্ট **২৯,৬৬,৭৮৪.০০ টাকা এবং ৩৯,৯৮,৫৬৭.০০ টাকা ২১.১২.২০২১ অনুযায়ী** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **ঋণগ্রহীতা ১. সঞ্জিত কুমার মাঝি এবং ২. সুজিত কুমার মাঝি ৩. রঞ্জিত কুমার মাঝি এবং ৪. অজিত কুমার মাঝি**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
৫৭.৫০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৫,৭৫,০০০.০০ টাকা ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **৫০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
জমির পরিমাণ ৯.০৮৬ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা ভবন, মৌজা :কোতুলপুর, জেএল নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ৮৪৬৩, ৮৪৬৪, ৮৪৬৫, ৮৪৬৬, প্লট নং এলআর আরএস ৪৪৭৩, থানা : কোতুলপুর, জেলা : বাঁকুড়া, রঞ্জিৎ কুমার মাজি, অজিত মাজি, সুজিত কুমার মাজি,সঞ্জিত কুমার মাজি এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩১৩০/২০১৪,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কোতুলপুর।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https:-//ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ২০.১১.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

সেনার ‘নজর’ অরুণাচলে

ধ্রুব কপ্টার নিয়ে তিন বাহিনীর মহড়া

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: পোশাকি নাম ‘অপারেশন পূর্বী প্রহার’। আদতে অরুণাচলের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখার (স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনা) যৌথ যুদ্ধ মহড়া। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভাবে গত আট দিন ধরে চলা যুদ্ধাভ্যাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে সেনা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তুতি। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, পূর্ব লাদাখে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চিনের সঙ্গে আলোচনার ইতিবাচক পরিণতির পরে এ বার সিকিম এবং অরুণাচলে নজর দিতে চাইছে নয়াদিল্লি। তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে এই ‘পূর্বী প্রহার’ বা ‘ইস্টার্ন স্ট্রাইক’ মহড়া। সেনা সূত্রের খবর, চিন সীমান্তে এই মহড়ায় যোগ দেয় বায়ুসেনার বিভিন্ন যুদ্ধবিমান ও নজরদার বিমান, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ‘অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার’ রুদ্র। আমেরিকা থেকে আনা ১৫৫ মিলিমিটারের এম-৭৭৭ আলট্রালাইট হাউইৎজারের পাশাপাশি সোয়ার্ম ড্রোন, ফার্স্ট পার্সন ভিউ (এফপিভি) ড্রোন, এবং লোটারিং মিউনিশন (আত্মঘাতী ড্রোন)-সহ অত্যাধুনিক নানা প্রযুক্তির সঙ্গেও সেনার তিন শাখার জওয়ান ও অফিসারেরা পরিচিত হয়েছেন। প্রকৃত যুদ্ধ পরিস্থিতির কী ভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা হাতেকলমে শিখেছেন।

২০ বছর ধরে খোঁজ চলছিল, গুলিতে হত মাওবাদী শীর্ষনেতা

বেঙ্গালুরু, ১৯ নভেম্বর: ২০ বছর ধরে তাঁর খোঁজ চালাচ্ছিল কর্নাটক পুলিশ। কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশের খাতায় ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ সেই শীর্ষ মাওবাদী নেতা বিক্রম গৌড়া নিহত হয়েছেন সংঘর্ষে। সোমবার কর্নাটকের উদুপির কাছে কাবিনেল জঙ্গলে রাজ্যের মাওবাদী দমন বাহিনীর (এএনএফ) সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় বিক্রমের।

গোপন সূত্রে উদুপি পুলিশ খবর পায় হেবরি তালুকের কাছে পাঁচ সশস্ত্র মাওবাদী ওই এলাকার একটি দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনছেন। সেই খবর পেয়েই মাওবাদী দমন বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে উদুপি পুলিশ। তার পরই যৌথবাহিনী ওই এলাকায় অভিযানে যায়। হেবরি থেকে কয়েক মিটার দূরে কাবিনেল জঙ্গলে মাওবাদীদের আশ্রয়ের খবরে সেখানে অভিযানে যেতে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন মাওবাদীরা।

পাল্টা গুলি চালায় যৌথবাহিনী। দু’পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষণ গুলির লড়াই চলে। সেই সংঘর্ষের পর এক মাওবাদী সদস্যের দেহ উদ্ধার হয়। হেবরি পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক মহেশ টি এম জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া ওই দেহ শীর্ষ মাওবাদী নেতা বিক্রমের। ওই পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘হেবরি তালুকের নাদরালুর কুদলু গ্রামের বাসিন্দা তথা শীর্ষ মাওবাদী নেতা বিক্রম গৌড়া পুলিশের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ তালিকায় ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে অভিযান চালানো হয়। সংঘর্ষে শীর্ষ মাওবাদী নেতার মৃত্যু হয়েছে সেই সংঘর্ষে।’

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর জানিয়েছেন, রাজ্যে মাওবাদী আন্দোলনের মুখ ছিলেন বিক্রম। কয়েক দশক ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে ধরতে অভিযানে যেতেই বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালান মাওবাদীরা। বাহিনীর পাল্টা জবাবে নিহত হন বিক্রম। মাওবাদী নেতা নিহত হলেও তাঁর সঙ্গীরা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদের খোঁজ চলছে।

কর্নাটকে দুই সন্তান নীতি প্রত্যাহার নাইডু সরকারের

বেঙ্গালুরু, ১৯ নভেম্বর: নব দম্পতিদের অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন আগেই। এ যে নিতান্ত কথার কথা ছিল না সোমবার তা স্পষ্ট করে দিলেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। নিজ রাজ্য থেকে ৩০ বছরের পুরোনো দুই সন্তান নীতি প্রত্যাহার করে নিল টিডিপি সরকার। এই বিষয়ে বিধানসভায় দুটি বিল পাশ করানো হয়েছে শাসকদলের তরফে। যেখানে দুইয়ের বেশি সন্তান জন্ম দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে দম্পতীদের।

একটা সময় হাম দো হামারে দো, ছোট পরিবার সুখি পরিবারের মতো স্লোগান দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। যদিও বাস্তবে গো বলয়ে এই নীতি খুব একটা কার্যকর হয়নি তা বোঝা যায় দেশের বর্তমান জনসংখ্যায়। ১৪০ কোটি ছাপিয়ে চিনকে পিছনে ফেলে বিশ্ব তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ভারত। তবে রাজ্যভিত্তিক যদি দেখা যায় তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার হার ক্রমশ কমছে। এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে অন্ধ্রে মোট সন্তান উৎপাদনের হার অনেকখানি কমে গিয়েছে। এই রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, ২০১৯-২১ সালের মধ্যে বিবাহিত মহিলা পিছু সন্তান ১.৭ জন। জন্মহার কমে গিয়েছে। ৭৭ শতাংশ বিবাহিত মহিলা ও ৭৪ শতাংশ বিবাহিত পুরুষের কোনও সন্তান নেই। ২২ শতাংশ মহিলা ও ২৬ শতাংশ পুরুষ প্রথম সন্তানের ২ বছর পর সন্তান নিতে আগ্রহী। ৯০ শতাংশ পুরুষ ও ৮৬ শতাংশ মহিলা এক অথবা দুইয়ের বেশি সন্তান নিতে ইচ্ছুক নন। এই পরিস্থিতিতে বদল আনতে ৩০ বছর পর দুই সন্তান নীতি প্রত্যাহার করল নাইডুর সরকার। বিধানসভায় পাশ করানো হল পঞ্চায়েত রাজ (সংশোধনী) আইন, ২০২৪ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পুর আইন (সংশোধনী) বিল।

সম্প্রতি রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিয়ে নাইডু জানিয়েছিলেন, আধুনিক প্রজন্মের দম্পতিরা একটির বেশি সন্তান নিতে অনিহা প্রকাশ করছেন। যা আগামী দিনের জন্য এঁকে বারেই শুভ সংকেত নয়। এই মানসিকতা দক্ষিণের রাজ্যগুলির জন্য বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। একই মত শোনা গিয়েছিল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর গলায়, তিনি আবার নবদম্পতিদের ১৬টি করে সন্তান নেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু দেশে যখন জনবিস্ফোরণ তখন কেন এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে দক্ষিণের রাজ্যগুলি? এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, এর একটি কারণ অবশ্যই রাজ্যে যুব সম্প্রদায়ের হার কমে যাওয়া।

রাসায়নিক সার নিয়ে কালোবাজারি মধ্যপ্রদেশে আত্মঘাতী কৃষক

ভোপাল, ১৯ নভেম্বর: রাসায়নিক সার নিয়ে রমরমিয়ে কালোবাজারি চলছে বলে অভিযোগ। ক্ষোভে সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো পোস্ট করে আত্মঘাতী হলেন কৃষক। এখানেই শেষ নয়। এর পর বিষয়টি চাপা দিতে কোনওরকম ময়নাতদন্ত ছাড়াই তড়িঘড়ি দেহ দাহ করে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ। সোমবার মধ্যপ্রদেশের গুনায় ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনা ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে কৃষকের পোস্ট করা ওই ভিডিয়োটি ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ভিডিয়োয় কৃষককে বলতে শোনা গিয়েছে, ডিএপি (ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট) একটি রাসায়নিক সার, যার বাজারদর প্যাকেটপ্রতি ১,৩৫০ টাকা। কিন্তু কিছু মানুষ শিশুদের আধার কার্ড ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে সার কিনে চড়া দামে বিক্রি করছেন। কখনও কখনও সেই দাম গিয়ে পৌঁছচ্ছে কেজি প্রতি তিন হাজার টাকায়। সোমবারও সার কেনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ওই কৃষক। কিন্তু চড়া দামের কারণে দীর্ঘ ক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও সার পাননি তিনি। ভিডিয়োয় কৃষক আরও বলেন, ‘সার নিয়ে কালোবাজারি চলছে। সরকারি ভাবে চাষিদের সার বিতরণ করতে হবে। জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কৃষকদের সার দিতে হবে। কৃষকদের মধ্যে সার নিয়ে কোনও রকম বৈষম্য করা চলবে না।’

কাকতালীয় ভাবে এর কিছুক্ষণ পরেই ওই কৃষকের মৃত্যু হয়! অভিযোগ, ময়নাতদন্তের আগেই দাহ করে ফেলা হয় দেহ। কৃষকের পরিবারের একাংশের দাবি, আত্মহত্যা করেছেন তিনি। কৃষকের মৃত্যুতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতরও। প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অরুণ যাদব বলেন, ‘সার না পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন কৃষক। জেলা প্রশাসনের চাপে দেহ তড়িঘড়ি দাহ করতে বাধ্য হয়েছে তাঁর পরিবার। বিষয়টি ধামাচাপা দিতেই এমনটা করা হয়েছে।’ ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন তিনি। যদিও জেলাশাসক সতেন্দ্র সিংয়ের পাল্টা দাবি, ওই কৃষক আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। গত ১৩ নভেম্বর মাথায় চোট লাগার কারণে তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি করাতে হয়েছিল। তাঁর দাবি, সোমবার বুকে ব্যথার মতো উপসর্গ নিয়ে ওই কৃষককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

কৃষক নেতা রাহুল রাজ বলছেন, ‘সারের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন ওই কৃষক। কিন্তু সার পাননি। সম্ভবত এর পরেই মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। অক্টোবর মাস থেকে আমরা চাষিরা সার নিয়ে ফাঁপরে পড়েছি। কিন্তু কৃষকদের সার জোগাতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। গম এবং ছোলা বপনের মরশুম শেষ হতে চলল, অথচ এখনও সারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিতে হচ্ছে কৃষকদের।’

আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্রে ইউক্রেনকে রাশিয়ায় হামলার অনুমতি, বাইডেনের ওপর চটেছেন ট্রাম্পের মিত্ররা

নিউ ইয়র্ক, ১৯ নভেম্বর: ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডের গভীরে আমেরিকার তৈরি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলার অনুমতি দেওয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ওপর চটেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিত্ররা। এ নিয়ে কড়া সমালোচন করছেন তাঁরা। বাইডেনের এমন সিদ্ধান্তে যুদ্ধ আরও সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে সতর্ক করেছে মস্কোও।

ট্রাম্পশিবিরে বাইডেনের এই সমালোচকদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র, মার্কিন কংগ্রেসে তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির কট্টরপন্থী সদস্যসহ আরও অনেকে। তাঁরা বলছেন, এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে আগামী জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে বসার আগেই ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ বাধাতে চাইছে বাইডেন প্রশাসন।

গত ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন তিনি। সে পর্যন্ত দেশ সামলাবেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এরই মধ্যে সম্প্রতি খবর বের হয়, ইউক্রেনকে রাশিয়ার গভীরে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলার অনুমতি দিয়েছেন তিনি। বাইডেনের ওই অনুমতির পর ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘আমার বাবা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জীবন বাঁচানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স (সামরিক বাহিনী ও অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইছে।’ বাইডেনের কড়া সমালোচনা করছেন ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাতীয় গোয়েন্দার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে কাজ করা রিচার্ড গ্রেনেলও। তিনি লিখেছেন, ‘ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে বাইডেন যে ইউক্রেন যুদ্ধের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন, তা কেউ ধারণা করেননি। বিষয়টি এমন, তিনি নতুন একটি যুদ্ধ শুরু করেছেন। ফলে সব বদলে গেল। আগের সব হিসাব নিকাশ এখন অকার্যকর।’ অন্যান্য সমালোচনাকারীর মধ্যে রয়েছেন কট্টর ডানপন্থী কংগ্রেস সদস্য মার্জরি টেইলর গ্রিনি এবং ইউটা রাজ্যের সিনেটর মাইক লি। মাইক বলেছেন, ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর জন্য একটি মঞ্চ তৈরি করে দিলেন জো বাইডেন। এটা যেন সত্যি না হয়; আসুন, সেই প্রার্থনা করি।’

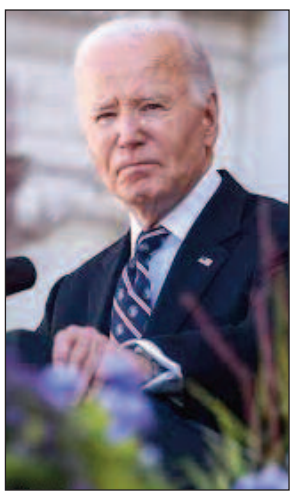

বাইডেনের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। সোমবার তিনি বলেছেন, আমেরিকার জনগণ জো বাইডেনকে নির্বাচিত করেছেন চার বছরের জন্য, তিন বছর ১০ মাসের জন্য নয়। তাই মার্কিনদের পক্ষে যায়, এমন পররাষ্ট্রবিষয়ক স্বার্থগুলো পূরণে বর্তমান সরকারের মেয়াদের প্রতিটি দিন ব্যবহার করা হবে।

আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্রে প্রথম রাশিয়ায় হামলা ইউক্রেনের

মস্কো, ১৯ নভেম্বর: আমেরিকার সরবরাহ করা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইউক্রেন প্রথমবারের মতো রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা করেছে। মঙ্গলবার এই হামলা হয়েছে বলে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউক্রেন এদিন সকালে আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম (এটিএসিএমএস) ব্যবহার করে রাশিয়ার ব্রিয়ানস্ক এলাকায় হামলা করেছে। পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে এবং একটি ধ্বংস করা হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের কারণে ওই এলাকায় একটি সামরিক স্থাপনায় আগুন ধরেছে বলে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালানোর কথা ইউক্রেনের গণমাধ্যমেও উঠে এসেছে। তবে এ বিষয়ে এখনো ইউক্রেন সরকারের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বিবৃতিতে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, স্থানীয় সময় বেলা ৩টা ২৫ মিনিটে এই হামলা চালানো হয়েছে। একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ার পর আগুন ধরে যায়। দ্রুত ওই আগুন নেভানো হয়। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

এর আগে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী নিশ্চিত করে যে তারা রাশিয়ার ব্রিয়ানস্ক এলাকায় একটি গোলাবারুদের গুদামে হামলা চালিয়েছে। তবে এই হামলায় এটিএসিএমএস ব্যবহার করা হয়েছে কি না, সেটা তারা নিশ্চিত করেনি। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটারের মতো দূরে কারাচেভ শহরের কাছে একটি ডিপোতে ওই হামলা হয়েছে। হামলার পর ১২টি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

সামরিক বাহিনীর সূত্রের বরাত দিয়ে ইউক্রেনের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এই হামলায় আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এদিনই এই হামলার আগে রাশিয়ার পরমাণুনীতিতে পরিবর্তন এনেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাতে বলা হয়েছে, পারমাণবিক শক্তিধর কোনও দেশের সমর্থন নিয়ে রাশিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হলে পালটা জবাবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে মস্কো। এর মধ্য দিয়ে ইউক্রেনে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র হামলা চালানোর ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

BIRNAGAR MUNICIPALITY
e-Quotation Notice
Name of Work:- Supply and delivery of Submersible Pump with motor within Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/7q/2024-25 Memo No. 481/PWD, Date-18-11-2024	19.11.2024 at 10.00am	27.11.2024 at 6.00 pm

For details please visit www.wbtenders.gov.in and www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

TENDER NOTICE
The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of **Green Orchard Co-operative Housing Society Limited**, having its Plot at Premises no. 12-0594, Plot No. AA- IIB/1226, Action Area-IIB, New Town, Kolkata. The last date for dropping of the Quotation is (10 days gap from the date of publication) **at Letter BOX, Green Orchard Co-operative Housing Society Limited, C/O-Hasan Parvej, FF-5, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106.**

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
NOTICE
This is to notify that Ghatal Municipality has been declared as ODF Plus ULB. The Municipal Authority has decided this in its meeting on 16/11/2024 All PTs & CTs are functional and well maintained. All toilets are connected to a safe disposal system. The BOC has adopted Service level Benchmarks on Water Supply Services, Sewage Management (Sewerage and Sanitation) and Storm Water Drainage. The Municipality spot a fine for open defecation @ Rs 300/- and for open urination @ Rs 300/-.
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAWAN, BIDHANNAGAR
e-Quotation has been invited for:- **NIQ No.1183/PWD(BMC) dt.18/11/2024 (2nd call) of Tender ID: 2024_MAD_770556_1** for "Engagement of agency for Demolition of Masonry Construction of FB Market under BMC. **Last date of Bid submission: 30/11/2024 up to 15:00 Hrs. Bid opening date: 02/12/2024 after 15:30 Hrs.** Corrigendum, if any will be published in website & office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in,** office website **(bmcwbgov.in)** & office notice board.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Municipal Corporation

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-24/2024-25 (Sl. No. 1, 2 & 3) & ADDA/DGP/ED/N-22/2024-25 (Sl. No. 5 & 6)
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 27.11.2024 in place of 18.11.24 for **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_766146_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_766160_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_766179_1. **(4)** Tender ID No. 2024_ADDA_764991_1. **(5)** Tender ID No. 2024_ADDA_764999_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR.
DIST-SOUTH 24 PARNAS, WEST BENGAL
Ph, No.- 24779245
Annexuri-1
SHORT QUOTATION NOTICE
E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
1. **Name of the Work:** Complete Repairing and Renovation including Painting of the Play Instruments in different Park at different Ward within Rajpur Sonarpur Municipality.
NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/442/24-25 Dt. 18.11.2024
Submission started date: **20.11.2024 at 17-30 hrs.**
Submission End date: **09.12.2024 at 17-30 hrs.**
Technical opening date: **11.12.2024 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
সিনিয়ার ডি.এস.টি.ই., পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পূর্বপ্রকাশিত **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫১৬**-এর অধীনে **টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/৪০/২৪-২৫/আরআরএসকে** সম্পর্কিত **সংশোধনী**। শিডিউল আইটেম নম্বর ২২-এর ইউনিট 'মিটার'-এর পরিবর্তে **'টি'** পড়তে হবে। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (SDAH-238/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিশ নং ইএল-এমডব্লুএস-জিকেপি- ২০২৪-২৫-১১ ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ''অবাধ'' অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) ই-টেন্ডার নোটিশ আহ্বান করছেন :
টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ : ইএল-এমডব্লুএস-জিকেপি-২০২৪-২৫-১১ গোরক্ষপুর, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে আইসিই টাইপ আরএ কোচে ফ্লেমলেস প্যান্ট্রির পরিবর্তন এবং সংস্কার সাধন, **আনুমানিক ব্যয় :** ৩৪,০৩, ৫৭২.৫০ টাকা, **ই এম ডি অর্থ :** ৬৮,১০০ টাকা, **টেন্ডার নথি মূল্য :** ০.০০, **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ/বরাত পত্র ইস্যুর স্বীকৃতি গ্রহণের তারিখ থেকে :** ১২ মাস।
● অনলাইনে ই-টেন্ডার দাখিল করা যাবে ১০.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ১১ টা পর্যন্ত।
● সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং টেন্ডার দাখিলের জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ে আইআরইপিএস অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন : **www.ireps.gov.in**।
ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লুএস)/ CPRO/EL-171 এন.ই.আর/গোরক্ষপুর
দাহ্য সামগ্রী নিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করবেন না

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
নিম্নলিখিত **ই-টেন্ডারগুলি** লিঙ্ক **www.ireps.gov.in** -এর অধীনে পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ই-টেন্ডারের জন্য অফারগুলি **www.ireps.gov.in→ login→E-Tender Stores/Supply** লিঙ্কটি অ্যাক্সেস করে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যম দিয়ে জমা দেওয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরই পিএস সম্পর্কিত তথ্যের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ প্রাপ্ত করার জন্য যদি থাকে, বিক্রেতাগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ ডে.সিএমএম/মুখ্য কার্যালয়/ সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/কন/মুখ্য কার্যালয়, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। **অফিসের ঠিকানাঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন। **|এ| নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/ ১৯/০১৬২ তারিখ ১২/১১/২০২৪। ক্রম নং.: টেন্ডার নং.; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়না অর্থ জমা (টাকা); টেন্ডার সমাপ্তির তারিখ ও সময় (আইএসটি)** নিম্নরূপঃ **|১|; ৭৫২৪৩৯৪২**; ড্র./স্পেসি নং. ১২০৯-০৮.০৩১-৩০১ অনুযায়ী ডব্লিউএজি-৯, ডব্লিউএপি-৭ এবং ডব্লিউএপি-৫ লোকোমোটিভের জন্য ইন্সপেক্টর সিট অ্যাসেম্বলি **|ওয়ারেন্টির মেয়াদঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস|; ৮৮০.০০ সেট; ₹ ৪৭৭৬৬০.০০; **০৪/১২/২০২৪ সকাল ১১:০০ টায়।** **|২|; ৭৫২৪১০৪০বি;** আরডিএসও ড্র. নং. অনুযায়ীঃ -এসকে-ডিএল-৪৮০৯ অল্ট. শূন্য বা সর্বশেষ অনুযায়ী ফিটেড অবস্থায়, কিন্তু হাই ক্যাপাসিটি ড্রাফ্ট গিয়ার, স্টাইকার ব্লক এবং সাসপেনশন হুক (টিআর ক্রু কাপলিংয়ের জন্য) ব্যতীত টপ অপারেশনের জন্য টপ লিফটিং হুক, টপ লিফটিং অ্যাসেম্বলি এবং লিঙ্কসহ হাই টেনসাইল ট্রানজিশন সিবি কাপলার (টপ অপারেটেড)। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ৫৬-বিডি-০৭ সংশোধনী নং. ২(সেপ্টেম্বর ২০১৬) বা সর্বশেষ অনুযায়ী ক্যাটাগরি নং. আর/৯/০১৫৯-এর মাধ্যমে ডব্লিউএজি-৯এইচসি লোকোমোটিভ-এর জন্য আইটেম নং. ১ থেকে ৮, ১২ থেকে ১৪, ৩৫ থেকে ৪০ এবং ৪২ আইটেম নং. ৯ থেকে ১১, ১৫ থেকে ৩৪, ৪১, ৪৩ থেকে ৪৫ ব্যতীত। সিবিসির ক্রয় ইউনিট হল এক লোকো সেট অর্থাৎ টেন্ডারের প্রতিটি সেট ০২ (দুই) টি হাই টেনসাইল সিবিসি নিয়ে গঠিত। **[ওয়ারেন্টির মেয়াদঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৪৮ মাস]; ৭৫৭. ০০ সেট; ₹ ২০০০০০০.০০; **০৫/১২/২০২৪ সকাল ১১:০০ টায়। |বি| নং. সিওএস/সিআরজে/ পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখঃ ১৩/১১/২০২৪। ক্রম নং. |১| টেন্ডার নং. ৯১২৪০৯৪৭এ। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১) স্কিম-I** রোটরের জন্য রোটর বার, ড্র. নং. এসকেইএল-৪৭৪০ অল্ট-৩, স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০০৮/ ইএল/স্পেক/০০৬৩/রেভ-৪, এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/ টিএম/৯০৩৯ রেভ-১। **[ওয়ারেন্টির মেয়াদঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; (২) স্কিম-II রোটরের জন্য রোটর বার, ড্র. নং. এসকেইএল-৪৭৪১ অল্ট-১, স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০০৮/ ইএল/স্পেক/ ০০৬৩/রেভ.৪, এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/ টিএম/৯০৩৯ রেভ.১। **[ওয়ারেন্টির মেয়াদঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **পরিমাণঃ (১)** ১৬৪১৯২.০০ টি, (২) ৭১০৭৮.০০ টি। **বায়না অর্থ জমা (টাকা) ঃ** ₹ ২০০০০০০.০০। **টেন্ডার সমাপ্তির তারিখ ও সময় (আইএসটি) ঃ ০৯/১২/২০২৪ সকাল ১১:০০ টায়।**
PR5/701 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন
Like us on: www.facebook.com/clwrailways

পাকিস্তানে দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপ থেকেও সরে দাঁড়াল ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানে যে ভারত কোনও মতেই খেলতে যাবে না তা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে ভারত যাবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তার মাঝেই এ বার সে দেশে আয়োজিত আরও একটি প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিল ভারত। দৃষ্টিহীনদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারত।

ভারতের দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট সংস্থার সচিব শৈলেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, এ বার আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে না দল। ২৩ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানে এই প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল। ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। কিন্তু বিদেশ মন্ত্রক দলকে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। ফলে প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিতে হয়েছে ভারতকে।

শৈলেন্দ্র জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে বিদেশ মন্ত্রকের কাছ থেকে কোনও চিঠি এখনও আসেনি। কিন্তু মৌখিক ভাবে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শৈলেন্দ্র বলেন, তবিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার জন্য ২৫ দিনের অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিযোগিতার দিন কাছে চলে এলেও অনুমতি পাইনি। তাই ফোন করেছিলাম। তখন ওরা বলেছে, অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিতে। তাড়াতাড়ি মন্ত্রক থেকে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও কোনও চিঠি পাইনি। বিদেশ মন্ত্রকের এই নির্দেশের পর আমরা বিশ্বকাপ থেকে নাম তুলে নিয়েছি।

ভারতই অবশ্য প্রথম দল হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে নাম তোলেনি। এর আগে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জল্যিান্ডও জানিয়ে দিয়েছে, তারা পাকিস্তানে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। অর্থাৎ, মোট চারটি দল বিশ্বকাপে খেলবে না। এতে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ আর থাকবে না বলে মনে করেন শৈলেন্দ্র। ভবিষ্যতে বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতা পাকিস্তানে দেওয়ার আগে আরও ভাবনাচিন্তা করা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

আগামী বছর পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত আইসিসিকে জানিয়েছে, তারা পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। পাকিস্তান পাল্টা আইসিসিকে জানিয়েছে, ভারতকে লিখিত আকারে সে কথা জানাতে হবে। ভারতের অনুরোধ, পাকিস্তান থেকে প্রতিযোগিতা সরিয়ে দেওয়া হোক। না হলে অন্তত ভারতের ম্যাচ অন্য দেশে ফেলা হোক। কিন্তু পাকিস্তানও অনড়। তারা হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে না বলেই জানিয়েছে। এখন দেখার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভবিষ্যৎ নিয়ে আইসিসি কী সিদ্ধান্ত নেয়।

নাদালকে চিঠি ফেডেরারের, শেষ প্রতিযোগিতার আগে ‘ভক্তের’ শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেনিস কেরিয়ারে মোট ৪০ বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলেন রজার ফেডেরার এবং রাফায়েল নাদাল। ২০২২ সালে অবসর নেন ফেডেরার। এই বছর অবসর ঘোষণা করেন নাদাল। ডেভিস কাপে খেলে অবসর নেবেন তিনি। কোর্টে একে অপরকে এক ইঞ্চি জমি না ছাড়লেও, কোর্টের বাইরে তাঁরা বন্ধু ছিলেন। ফেডেরার জীবনের শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচটি খেলেছিলেন নাদালকে সঙ্গী করেই। মঙ্গলবার নাদালকে শুভেচ্ছা জানালেন ফেডেরার। সমাজমাধ্যমেই লিখলেন তাঁর বন্ধু সম্পর্কে।

ফেডেরার লেখেন, আবেগে ভেসে যাওয়ার আগে তোমাকে কিছু বলার আছে। তুমি আমাকে অনেক ম্যাচে হারিয়েছো। আমি তোমাকে অত হারাতে পারিনি। তোমার মতো কেউ আমাকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে ফেলেনি। সুরকির কোর্টে খেলতে নেমে বার বার মনে হয়েছে, আমি তোমার ঘরের মাঠে খেলতে নেমেছি। আমার খেলা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছ তুমি। তোমার বিরুদ্ধে বাড়তি সুবিধা নেওয়ার জন্য আমি বড় র্যা কেট নিয়েও খেলতে নামতে বাধ্য হয়েছি। তুমি যে ভাবে বোতল সাজিয়ে রাখতে মনে হত ছোট ছোট সৈন্য, তোমার চুল ঠিক করা, অন্তর্বাস ঠিক করা, সব কিছুই তোমার খেলাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেত। চুপি চুপি জানিয়ে রাখি, আমি এই সব কিছুর ভক্ত ছিলাম। এগুলো সবই আমাকে কাছে খুব অনন্য ছিল। তোমার জন্য আমি টেনিসকে আরও বেশি করে ভালবেসেছি।

৪০ বারের মধ্যে ২৪ বার হেরেছেন ফেডেরার। জিতেছেন ১৬ বার। ফেডেরার লিখেছেন, ২০০৪ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর আমি বিশ্বের এক নম্বর হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি পৃথিবীর মাথায় বসে আছি। পরের দু'মাস তেমনই মনে হচ্ছিল। তার পর তুমি মায়ামিতে কোর্টে ঢুকলে লাল রঙের হাতকাটা জামা পরে, তোমার পেশিবহুল হাত দেখাতে দেখাতে। খুব সহজে হারিয়ে দিয়েছিলে আমাকে। সেই ম্যাচে হার্ড কোর্টে নাদাল তৎকালীন এক নম্বর ফেডেরারকে ৬-৩, ৬-৩ গেমে হারিয়ে দিয়েছিলেন।

২০ বছর টেনিস খেলার পর অবসর নিচ্ছেন নাদাল। তাঁর প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী লিখেছেন, আমরা প্রায় একসঙ্গে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম। শেষও করছি প্রায় একসঙ্গে। ২০ বছর পর আমি বলতে চাই, তুমি কী অসাধারণ খেলোয়াড়। ১৪ বার ফরাসি ওপেন জিতেছ। ঐতিহাসিক! তোমার জন্য স্পেন গর্বিত। গোটা টেনিস বিশ্বকে গর্বিত করেছ তুমি। এখনও আমাদের একসঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর কথা ভাবি। সেই অর্ধেক ঘাস এবং অর্ধেক সুরকির কোর্টে খেলা ম্যাচ, কেপটাউনে ৫০ হাজার দর্শকের সামনে খেলা। টেনিসের বিজ্ঞাপন করেছি আমরা একসঙ্গে। ম্যাচে আমরা একে অপরকে জমি ছাড়িনি, আবার কোর্টের বাইরে বন্ধুর মতো মিশেছি। আমি কৃতজ্ঞ, ২০১৬ সালে রাফা নাদাল অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে তুমি আমাকে ডেকেছিলে।

ফেডেরারের সন্তানেরা নাদালের অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করে। সুইস তারকা মনে করেন, নাদাল তরুণদের কাছে অনুপ্রেরণা। মজা করে ফেডেরার লিখেছেন, আমি চিন্তায় থাকি, আমার সন্তানেরা না বাঁহাতি হয়ে যায় তোমায় দেখে। ফেডেরার জীবনের শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন নাদালকে সঙ্গে নিয়ে। সেই অভিজ্ঞতার কথাও ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে নাদালের উদ্দেশে ফেডেরার লিখেছেন, তুমি সব সময় জানবে, তোমার জন্য চিৎকার করার জন্য আমি আছি। টেনিস থেকে অবসর নেওয়ার পর তুমি যা করবে, আমি তাতেও তোমার পাশে থাকব। আমি তোমার সব সময়ের ভক্ত।

ওয়ার্নার কি আসলেই আল্লু অর্জুনের পুষ্পা ২ সিনেমায় আছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরনে সাদা ছাপার শার্ট, হাতে বন্দুক;এ কোন ডেভিড ওয়ার্নার! কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওয়ার্নারের এমন একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে। এর পর থেকেই গুঞ্জন ওঠে;ওয়ার্নার কি তেলেগু তারকা আল্লু অর্জুনের পুষ্পা সিনেমায় অভিনয় করছেন নাকি?

গতকাল পুষ্পা ২ সিনেমার ট্রেইলার মুক্তি পেয়েছে। ২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে ওয়ার্নারকে দেখা না গেলেও সেই গুঞ্জনও এখনো শোনা যাচ্ছে। আসলেই কি ওয়ার্নার পুষ্পা ২ সিনেমায় আছেন?

ওয়ার্নারকে নিয়ে এমন গুঞ্জন শুধু ভাইরাল হওয়া ছবির কারণে নয়। তেলেগু ভাষাভাষীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা পুরোনো। অস্ট্রেলিয়ার এই সাবেক ওপেনার আইপিএলে ৭ মৌসুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ৯৫টি ম্যাচ খেলেছেন।

হায়দরাবাদের একমাত্র আইপিএল শিরোপা এসেছে এই ওয়ার্নারের হাত ধরে। এখন দল পরিবর্তন করলেও তিনি অনেকটা হায়দরাবাদের ঘরেরই ছেলে। ওয়ার্নার সেখানে এতটাই জনপ্রিয় যে নানা বিজ্ঞাপনে তাঁকে দেখা যায়। সম্প্রতি তেলেগু নির্মাতা এসএস রাজমৌলির সঙ্গে বিজ্ঞাপনেও অভিনয় করেছেন তিনি।

পুষ্পার প্রথম কিস্তি মুক্তি পায় ২০২১ সালে। এরপর থেকেই মারামারির একটি সিকোয়েন্সে ওয়ার্নার থাকতে পারেন। আর ভাইরাল হওয়া এই ছবিটিও এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছুই জানানো হয়নি।

তবে যেহেতু ওয়ার্নারের ক্যামিও করার কথা, তাই আগে থেকেই ওয়ার্নারের অভিনয়ের বিষয়টি না জানানোরই কথা পুষ্পা টিমের। আগামী ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে পুষ্পা ২। তখনই আসলে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটবে।

সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছেন ওয়ার্নার। সম্প্রতি পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ধারাভাষ্যও দিয়েছেন। এবার সিনেমায় তাকে দেখা গেলে নতুন একটা পরিচয় যোগ হবে ওয়ার্নারের।

আইপিএলের নিলামে বাড়তি নজর থাকবে ৩ পেসারের ওপর

নিজস্ব প্রতিনিধি: এগিয়ে আসছে আইপিএলের মেগা নিলাম, বাড়ছে আলোচনা। বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজিই তাদের তারকা আর কার্যকরী খেলোয়াড়দের ধরে রেখেছে। আবার কোনো কোনো দল অনেক নামী ও দামি খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়েছে। এ রকম খেলোয়াড়দের মধ্যে ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে আছেন সময়ের অন্যতম সেরা তিন পেসার মিচেল স্টার্ক, কাগিসো রাবাদা ও আনরিখ নর্কিয়া। সৌদি আরবের জেদ্দায় ২৪ ও ২৫ নভেম্বর এবারের নিলামে এই তিনজনের দিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর বাড়তি নজর থাকবে বলেই মনে করছেন অনেকে।

মিচেল স্টার্ক

২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে বড় নামগুলোর মধ্যে অন্যতম মিচেল স্টার্ক। গত মৌসুমের নিলামে সর্বোচ্চ দাম (২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি) দিয়ে কেনা এই অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে এবার ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২৪ সালের আইপিএলে কলকাতার হয়ে ১৪ ম্যাচ খেলে ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন স্টার্ক। শিরোপা জিতেছিল তাঁর দলও।

কাগিসো রাবাদা

পাঞ্জাব কিংস এবার ছেড়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার গতিতারকা কাগিসো রাবাদাকে। যার ফলে ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে আছেন তিনিও। ২০২৩ সালে আইপিএলে ম্যাচের হিসাবে (৬৪ ম্যাচ) দ্রুততম ১০০ উইকেট শিকার করা রাবাদাকে নিলামে কিনে নিতে পারে পাঞ্জাবও। তাদের আরটিএম (রাইট টু ম্যাচ) এখনো বাকি আছে। এই নিয়ম ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে এমন একজন খেলোয়াড়কে কেনার অনুমতি দেয়, যিনি গত মৌসুমে সেই দলেরই একজন ছিলেন। আবার তাঁকে পাওয়ার লড়াইয়ে নামবে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও।

আনরিখ নর্কিয়া

২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর চোখ থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসারের দিকেও। নিয়মিতই তিনি ১৫০ কিলোমিটারে বল করতে পারেন বলে এই সময়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কাছে আরও বেশি কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছেন আনরিখ নর্কিয়া। আরটিএম নিয়মের কল্যাণে তাঁকে কিনতে পারে তাঁর গত মৌসুমের দল দিল্লি ক্যাপিটালস। এটা অন্য দলগুলোর জন্য তাঁকে পাওয়ার বিষয়টি কঠিন করে দেবে।

শেষ ম্যাচে মাঠে নামতে তর সইছে না মেসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪ সালের শেষ ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোরে মাঠে নামবেন লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে মেসির আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে পেরুর। অম্লমধুর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শেষ হতে যাওয়া মেসির এই বছরটিতে অম্লের চেয়ে অবশ্য মধুই ছিল বেশি। ইন্টার মায়ামিকে নতুন শিরোপা এনে দেওয়ার পাশাপাশি ক্লাব হিসেবে আরও এক ধাপ ওপরে নিয়ে গেছেন মেসি।

তবে রেকর্ড পয়েন্ট নিয়ে রেগুলার মৌসুম শেষ করার পরও প্লে-অফের সেমিফাইনালে যেতে না পারা নিশ্চয় আক্ষেপ হয়ে থাকবে মেসির জন্য। আর আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকা জয় মেসির মুকুটে যোগ করেছে আরেকটি পালক।

তবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বছরের শেষ দিকে এসে আর্জেন্টিনার পথ হারানো কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় রাখবে মেসিকে। এখন আগামীকাল পেরুর বিপক্ষে জয় দিয়ে ইতিবাচকভাবে মৌসুম শেষ করার সুযোগ আছে মেসির।

পেরুর বিপক্ষে ম্যাচটির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকার কথা বলেছেন মেসি নিজেও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে আর্জেন্টিনার জার্সিতে অনুশীলনের একাধিক ছবি পোস্ট করে মেসি লিখেছেন, 'আরেকটি অবিস্মরণীয় বছরের শেষ ম্যাচে আগামীকাল সবার সঙ্গে একত্র হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।'

বছরের শেষ ম্যাচটা জয় দিয়েই শেষ করতে অনুশীলনে বেশ পরিশ্রমও করতে দেখা গেছে মেসিসহ আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের। তবে চোটের কারণে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে হারা ম্যাচের একাদশ থেকে দুটি পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে আগামীকাল।

জানা গেছে, নাহুয়াল মলিনার জায়গায় আগামীকাল দেখা যেতে পারে গনসালো মন্তিয়েলকে এবং লিওনার্দো বালেরদি আসতে পারেন ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর জায়গায়। তবে একের পর এক চোটের মধ্যেও আর্জেন্টিনার জন্য সুখবর নিকোলাস তালিয়াফিকোর ফিট হওয়ার খবর।

এ বছর দলীয়ভাবে অর্জনের ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্যেও নিজেকে মেলে ধরেছেন মেসি। বিশেষ করে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি ছিলেন দুর্দান্ত। ২৫ ম্যাচে ২৩ গোলের পাশাপাশি ১৩টি অ্যাসিস্টও করেছেন মেসি। আর আর্জেন্টিনার জার্সিতে লম্বা সময় পর পেয়েছেন হ্যাটট্রিকের স্বাদ। আর জাতীয় দলের জার্সিতে সব মিলিয়ে ১০ ম্যাচে ৬ গোল করার পাশাপাশি ৪টি অ্যাসিস্টও করেছেন। তবে অপয়া চোট বারবার বাঁধা হয়ে না দাঁড়ালে মেসির এসব পরিসংখ্যান নিশ্চিতভাবে আরও সমৃদ্ধ হতে পারত।

‘রোনালদোকে কঠিন পরিশ্রম করে সব অর্জন করতে হয়েছে, মেসির ব্যাপারটা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত’

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো;সর্বকালের অন্যতম সেরা দুই ফুটবলারকে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছেন, এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে খুব সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত নাম আনহেল দি মারিয়া। অলিম্পিক ফাইনাল, কোপা আমেরিকা ফাইনাল, ফিনালিসিমা ও বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করার অনন্য কীর্তি গড়া দি মারিয়া এ বছর জাতীয় দল আর্জেন্টিনাকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন। তবে ক্লাব ফুটবলে খেলে যাচ্ছেন বেনফিকার হয়ে।

সম্প্রতি আর্জেন্টাইন দৈনিক লা নাসিওনকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দি মারিয়া। বিস্তৃত সেই সাক্ষাৎকারে মেসি,রোনালদোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে জায়গা বদলে লেফট উইংয়ে খেলা, ২০১৪ বিশ্বকাপ ফাইনালে না খেলা, ফুটবল নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন।

মেসি,রোনালদো ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে চলে এসেছেন। ইউরোপীয় ফুটবলের পাট চুকিয়ে দুজন খেলছেন ভিন্ন দুই মহাদেশের ক্লাবে। তবু তাঁদের নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি। মেসি, রোনালদোর মধ্যে কে সেরা;এ প্রশ্নের উত্তর অনেক তারকা ফুটবলারকে নানা সময়ে নানাভাবে দিতে হয়েছে। সাক্ষাৎকারে দি মারিয়াকেও প্রশ্নটা আরেকবার করেছিলেন লা নাসিওনের সাংবাদিক হুয়ান পাবলো ভারস্কি।

উত্তরে ৩৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'আমি সব সময় একই কথা বলে এসেছি যে তারা ইতিহাসের সেরা দুই ফুটবলার। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে এখন পর্যন্ত লিও (মেসি) সেরা। শুধু আটটি ব্যালন ডি'অর জিতেছে বলে নয়, সব দিক থেকেই। ক্রিস্টিয়ানোর (রোনালদো) ব্যাপারটা হলো, তাকে কঠিন পরিশ্রম করে সব অর্জন করতে হয়েছে। ওকে জিমে যেতে হয়, অনেক অনুশীলন করতে হয় এবং সে সব সময় আরও বেশি চায়। কিন্তু আরেকজনের (মেসি) ব্যাপারটা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। সেরা হওয়ার জন্য ওকে কিছুই করতে হয় না। ওকে দেখে মনে হয় যেন বন্ধুদের সঙ্গে খেলছে। এ কারণেই দুজনের মধ্যে এত পার্থক্য। লিওকে কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না।'

ক্যারিয়ারের বেশির ভাগজুড়ে উইংয়ে ডান প্রান্তে খেলে এসেছেন। কিন্তু ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁকে বাঁ প্রান্তে খেলান আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। ফাইনাল, পূর্ব অনুশীলনেও তাঁর পজিশন বদল নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা হয়নি। তাই ফ্রান্সের বিপক্ষে শিরোপার লড়াইয়ে কোচ যখন তাঁকে লেফট উইংয়ে খেলতে বলেছেন, দি মারিয়ার মনেও বিস্ময় জেগেছে।

বিশ্বকাপ ইতিহাসের সেরা ফাইনালের তকমা পেয়ে যাওয়া সে ম্যাচে দি মারিয়ার আদায় করে দেওয়া পেনাল্টি থেকেই আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন মেসি। দ্বিতীয় গোলটি দি মারিয়া নিজেই করেন।

তবে এর ৮ বছর আগে, অর্থাৎ ২০১৪ ফাইনালে চোটের কারণে খেলতে পারেননি। জার্মানির বিপক্ষে মারাকানার সেই ফাইনালে দি মারিয়ার না খেলার পেছনে তাঁর সেই সময়ের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদকে অনেকে দায়ী করে থাকেন। কেউ কেউ তখন অভিযোগ করেছিলেন, চোট নিয়ে দি মারিয়াকে রিয়াল কর্তৃপক্ষ খেলতে নিষেধ করেছিল বলেই তিনি মাঠে নামেননি।

তবে এই সাক্ষাৎকারে দি মারিয়া ১০ বছর আগের ঘটনা খোলাসা করেছেন। জানিয়েছেন, তিনি ১০০ শতাংশ ফিট ছিলেন না বলেই অন্য কাউকে সুযোগ দিতে বলেছিলেন, 'আলেহান্দ্রো সাবেয়া (২০১৪ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার কোচ) আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন ও সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি সৎ থাকতে চেয়েছি। চোটাক্রান্ত স্থানে আমার ব্যথা ছিল। সেরে ওঠার জন্য আমি সম্ভাব্য সবকিছুই করেছি। কিন্তু ৮০ থেকে ৯০ শতাংশের বেশি ফিট হতে পারিনি। তখন আমি কোচকে বলেছিলাম, যে ১০০ শতাংশ ফিট, তার খেলা উচিত। তাই আমি বেঞ্চেই ছিলাম।'

বেনফিকার সঙ্গে আগামী বছরের জুন পর্যন্ত চুক্তি আছে দি মারিয়ার। এরপর ক্লাব ফুটবলকেও বিদায় জানাবেন কি না, তা নিশ্চিত করে বলেননি। তবে খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কোচিং করানোর ইচ্ছা আছে তাঁর, 'আমি একটা কোচিং কোর্স করছি। ৩০ বছর বয়স থেকেই আমি ফুটবলকে আলাদাভাবে দেখতে শুরু করেছি। শুধু খেলোয়াড়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, অন্যদিক থেকেও। দেখা যাক, কী হয়।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**